POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ○ (النساء:14)

এবং যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের আনুগত্য করে, তিনি তাহাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করিবেন, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; ইহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিতে থাকিবে এবং উহাই মহা সফলতা।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 26

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 25জুন, 2020 3 যুল কাদা 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারোর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হলে পাপের জন্ম হয় এবং ক্রমে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং এর থেকে নিরাপদ থাকার জন্য মৃত্যুকে মনে রাখা এবং খোদা তা'লার বিস্ময়কর শক্তি সম্পর্কে প্রণিধান করাও একটি মাধ্যম। কেননা এর দ্বারা ঐশী ভালবাসা ও ঈমান সঞ্জীবিত হয়। আর হৃদয়ে খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হলে তা নিজেই পাপকে ভস্মীভূত করে ফেলে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পাপের তাৎপর্য এবং তা থেকে নিস্তার পাওয়ার পথ

আমি এখানে এবিষয়টিও প্রকাশ করতে চাই যে পাপ কিভাবে জন্ম নেয়। সহজবোধ্য ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর হল মানুষের হৃদয় যখন খোদা তা'লা ছাড়া অন্য কারোর ভালবাসায় আচ্ছন্ন হয়, তখন হৃদয়-দর্পণ মরিচাবৃত হয়ে পড়ে। যার ফলে ক্রমশ তা অন্ধকারময় হয়ে ওঠে এবং খোদা ভিন্ন অপরের প্রতি ভালবাসা অন্তরে স্থান পায় যা তাকে খোদা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটিই শিরক এর মূল। কিন্তু যখন অন্তর কেবল আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসায় আবদ্ধ থাকে, তখন তা খোদা ভিন্ন অন্য কারোর প্রতি আকর্ষণকে ভস্মীভূত করে নিজেকে কেবল খোদার জন্য বেছে নেয়। অতঃপর তার মধ্যে অবিচলতা সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃত স্থানে চলে আসে। শরীরের কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে গেলে তা জোড়া লাগাতে যেমন কষ্ট হয়, কিন্তু জোড়া লাগানোর সময় যে কষ্টটুকু হয়, ভেঙ্গে থাকা অঙ্গ তার থেকে অনেক বেশি কষ্ট দেয়। এরপর কষ্ট লাঘব হয়। কিন্তু কোন অঙ্গ যদি এভাবে বার বার ভেঙ্গে যেতে থাকে, তবে এক সময় সেটিকে পুরোপুরি কেটে ফেলতে হয়। অনুরূপভাবে অবিচলতা লাভের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে এভাবেই দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু একবার তা অর্জন হলে এক স্থায়ী সুখ ও আনন্দ জন্ম নেয়। রসুলুল্লাহ (সা.) কে যখন নির্দেশ দেওয়া হল فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ (সূরা হুদ, আয়াত: ১১৩) বর্ণিত হয়েছে যে তখন তাঁর চুলগুলি সাদা ছিল না। কিন্তু এরপর তাঁর চুলগুলি সাদা হতে থাকলে তিনি বলেন, " সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে তুলল।"

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন হয়, সে পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে না। আমি বলেছি যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারোর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হলে পাপের জন্ম হয় এবং ক্রমে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কাজেই পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং এর থেকে নিরাপদ থাকার জন্য মৃত্যুকে মনে রাখা এবং খোদা তা'লার বিস্ময়কর শক্তি সম্পর্কে প্রণিধান করাও একটি মাধ্যম। কেননা এর দ্বারা ঐশী ভালবাসা ও ঈমান সঞ্জীবিত হয়। আর হৃদয়ে খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হলে তা নিজেই পাপকে ভস্মীভূত করে ফেলে।

পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার দ্বিতীয় উপায় হল মৃত্য সম্পর্কে সজাগ থাকা। মানুষ যদি মৃত্যুকে দৃষ্টিপটে রাখে, তবে সে এই সব দুষ্কর্ম এবং ভুল-ত্রুটি থেকে বিরত থাকে এবং খোদা তা'লার উপর তার মধ্যে নতুন ঈমান লাভ হয় এবং নিজের পূর্বের পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্তের ও অনুশোচনা করার সুযোগ পায়। তুচ্ছ ও দুর্বল মানুষ কি-ই বা মূল্য রাখে? একটি শ্বাসের উপর তার জীবন ঝুলে রয়েছে। তবে কেন সে পরকালের চিন্তা করে না, মৃত্য ভয়ে ভীত হয় না বরং রিপুর স্থূলতা এবং পাশবিক প্রবৃত্তির দাস হয়ে জীবন হেলায় নষ্ট করে দেয়? আমি লক্ষ্য করেছি যে হিন্দুদের মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কে অনুভুতি সৃষ্টি হয়েছে। বাটালায় ভাণ্ডারী জাতির কিশনচন্দ্র নামে সত্তর-বাহাত্তর বছরের জনৈক ব্যক্তি ঘরবাড়ি ছেড়ে কাশিতে বসবাস আরম্ভ করে আর সে সেখানেই মারা যায়, কেবল এজন্য যে সেখানে মারা গেলে মোক্ষ লাভ হবে, যদিও তার এই ধারণা ভ্রান্ত ছিল। কিন্তু এর থেকে আমরা অন্তত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে তার মধ্যে মৃত্য সম্পর্কে সচেতনতা ছিল, সেই চেতনা মানুষকে জাগতিক ভোগবিলাসে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হওয়া থেকে এবং খোদা তা'লা থেকে দূরে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। কাশিতে মারা গেলে মুক্তিলাভ হবে, এমন ধারণা তৈরী হয়েছিল সৃষ্টির উপাসনা করার কারণে, যা তার মনে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু আমার বড়ই আক্ষেপ হয় যখন দেখি যে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের ন্যায়ও মৃত্যুর সম্পর্কে সচেতনতা নেই। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি লক্ষ্য কর- فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ কেবল এই একটি আদেশই তাঁকে বৃদ্ধ করে দেয়। মৃত্যুর সম্পর্কে কতটা সজাগ ছিলেন তিনি! তাঁর এইরূপ অবস্থা কিভাবে হল? কেবল এজন্য যাতে আমরা এর থেকে শিক্ষা নিই। অন্যথায় রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন যে পুত ও পবিত্র ছিল তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ হল আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র জগতের জন্য পরিপূর্ণ হেদায়াতদাতা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনা বাস্তবসম্মত শিক্ষার এক অনন্য সমষ্টি। যেভাবে কুরআন করীম আল্লাহ্ তা'লার মুখনিঃসৃত গ্রন্থ আর প্রকৃতির নিয়ম হল সেই গ্রন্থ যেখানে তাঁর ক্রিয়াকাণ্ড লিপিবদ্ধ থাকে। ভিন্নার্থে সেটি হল কুরআন করীমের ব্যাখ্যা। ত্রিশ বছর বয়সেই আমার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল; মির্যা সাহেব মরহুম তখন জীবিতই ছিলেন। সাদা চুলও এক অর্থে মৃত্যুর লক্ষণ। সাদা চুল যার লক্ষণ সেই বৃদ্ধকাল এলে মানুষ বুঝে নেয় যে তার মৃত্যুর দিন নিকটবর্তী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল মানুষ তখনও চিন্তা করে না। মোমেন পশুপাখির কাছ থেকেও উন্নত আচরণ শিখতে পারে, কেননা খোদা তা'লার উন্মুক্ত গ্রন্থ তার সামনে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে যত সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তা সবই মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের নিমিত্তে। আমি হযরত জুনায়েদ (রহ.) সম্পর্কে শুনেছিলাম যে তিনি বলতেন, "আমি বিড়ালের থেকে ধ্যান করা শিখেছি। মানুষ যদি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখে তবে জানতে পারবে যে, জীবজন্তুরাও স্পষ্টভাবে বিশেষ নিয়মধারা মেনে চলে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৯-১৫২)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

রসুল্লাহ (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ এবং ব্যঙ্গ চিত্রের বাস্তবিকতা

(দ্বিতীয় খুতবা)

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: গত জুমার খুতবায় , এর পূর্বে যে দুটি খুতবা দিয়েছিলাম সেই বিষয়গুলির উপর কিছু বলতে চাইছিলাম। কিন্তু তার পর পশ্চিমের কিছু সংবাদপত্র যে অশালীন ও অভদ্র কান্ড করেছে , যার কারণে মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভ ও বেদনার যে এক স্রোত বইয়ে গেল এবং এর যে প্রতিক্রিয়া সামনে এল সেই সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যিক মনে করলাম; যাতে আহমদীরাও জানতে পারে যে, এই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত। আল্লাহর ফজলে যদিও সেগুলি জানা আছে তবুও স্মরণ করানোর প্রয়োজন আছে।

অপরের ভাবাবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা গণতন্ত্র নয় , আর অভিব্যক্তির স্বাধীনতাও নয়।

এদিকে আমরা দুনিয়াকে বুঝিয়ে চলেছি যে , কোন ধর্মের পবিত্র সত্তাদের বিষয়ে কোন ধরণের অশালীন ও অভব্য মতামত প্রকাশ করা কোন ধরণেরই স্বাধীনতার শ্রেণীতে পড়েনা। তোমরা যে গণতন্ত্র ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার চ্যাম্পিয়ন হয়ে অপরের ভাবাবেগ নিয়ে ছিনি মিনি খেলছ, এটা না কোনো গণতন্ত্র না অভিব্যক্তির স্বাধীনতা। প্রত্যেক জিনিসের একটি সীমা আছে এবং কিছু আচরণ বিধি রয়েছে। যেরূপ প্রত্যেক পেশায় আচরণ বিধি থাকে , সেরূপ সাংবাদিকতার জন্যও কিছু আচরণ বিধি আছে। অনুরূপভাবে যেকোনো প্রকারের শাসন প্রণালীই হোক না কেন তারও কিছু আইন কানুন আছে। অপরের ভাবাবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর তাকে কষ্ট দেওয়া কখনই অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ নয়। যদি এটাই স্বাধীনতা হয় যা নিয়ে পাশ্চাত্যের গর্ব, তবে এই স্বাধীনতা উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে না বরং তা অবনতির দিকে নিয়ে যায়।

আঁ হযরত (সাঃ) এর অবমাননাকর গতিবিধির উপর হঠকারিতা ঐশী প্রকোপকে উস্কে দেওয়ার কারণ হবে।

পাশ্চাত্য অতি দ্রুততার সঙ্গে ধর্মকে বর্জন করে স্বাধীনতার নামে প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধকে বিকৃত করে চলেছে। তারা এটা জানেনা যে কিরূপে নিজেদের ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।কিছুদিন আগে ইটালির এক মন্ত্রী নতুন করে আরও একটি ফাসাদমূলক কান্ড ঘটিয়েছেন । এই নোংরা ও অশ্লীল কার্টুন টি-শার্টের উপর ছাপিয়ে পরিধান করা শুরু করেছেন। আর অন্যদেরকেও বলেছেন যে আমার কাছ থেকে নাও। শুনলাম সেখানে বিক্রিও করা হচ্ছে। আর বলছেন যে মুসলমানদের এটাই উপাচার। তাই আমরা একথা জানিনা যে এটা মুসলমানদের জন্য উপাচার কি না। নির্বুদ্ধিতার কারণে যা ঘটার ঘটে গিয়েছে। কিন্তু সেটা নিরন্তর ধৃষ্টতার সাথে করে যাওয়া এবং এই বলে হঠকারীতা প্রদর্শন করা যে ,আমরা যা করছি উচিৎ করছি- তাদের এটা মাথায় রাখা উচিৎ যে, এই সকল গতিবিধি খোদাতায়ালার প্রকোপকে অবশ্যই উস্কে দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে আহমদীদের কি প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিৎ?

এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার প্রকোপকে অবশ্যই উস্কে দেয়। যাই হোক যেরূপ আমি বলেছিলাম যে বাকী মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার কথা তো তারা নিজেরা জানে, কিন্তু একজন আহমদী মুসলমানের প্রতিক্রিয়া এই হওয়া উচিৎ যে তাদেরকে বোঝান , খোদার প্রকোপ সম্পর্কে ভয় দেখান। যেরূপ আমি পূর্বেও বলেছি যে আঁ হযরত(সাঃ) এর সুন্দর চিত্র দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করুন। এবং আমাদের সামর্থ্যবান ও শক্তিশালী খোদার সমক্ষে অবনত হও এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। যদি এরা প্রকোপের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে তবে সেই খোদা যিনি তাঁর নিজের এবং অনুরাগভাজনদের জন্য আত্মাভিমান রাখেন, তিনি তাঁর রূদ্র রূপ ধারণ করে প্রকাশ হওয়ারও শক্তি রাখেন। তিনি সমস্ত শক্তির অধিপতি, যিনি মানুষের তৈরী আইন মানতে বাধ্য নন। তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রন রাখেন। তাঁর জাঁতাকল যেদিন ঘুরবে সেদিন তা মানুষের কল্পনাকে অতিক্রম করে যাবে , তার থেকে কেউ নিস্তার পাবেনা।

অতএব আহমদীদের পাশ্চাত্যের কিছু মানুষের বা কিছু রাষ্ট্রের আচরণ দেখে খোদা তায়ালার প্রতি আরও বেশি অবনত মস্তক হওয়া দরকার। খোদার মসীহ ইউরোপকেও সাবধানবাণী দিয়ে রেখেছেন, আর আমেরিকাকেও সাবধান বাণী দিয়ে রেখেছেন। এই সকল ভুমিকম্প , ঝড়, প্রাকৃতিক দূর্যোগ যা কিছু পৃথিবীতে প্রকাশ পাচ্ছে তা কেবলমাত্র এশিয়ার জন্য নির্দিষ্ট নয়। আমেরিকা তো এর একটি আভাস পেয়ে গিয়েছে। অতএব হে ইউরোপ তুমিও নিরাপদ নও। তাই খোদাকে একটু ভয় কর আর খোদার আত্মাভিমানকে উত্তেজিত কোরোনা। কিন্তু আমি সে সঙ্গেই বলব যে মুসলমান দেশগুলি বা যারা মুসলমান দাবীকারীরা তারা নিজেদের চাল চলন সংশোধন করুন। এমন আচরণ ও এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন যার দ্বারা আঁ হযরত (সাঃ) এর মর্যাদা ও তাঁর সৌন্দর্য্য পৃথিবীর সামনে উন্মোচিত হয়। এটাই সঠিক প্রতিক্রিয়া যা একজন মোমিনের হওয়া উচিত।

ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা এবং আঁ হযরত(সাঃ) এর পবিত্রতাকে একমাত্র মসীহ ও মেহেদীর জামাতই প্রতিষ্ঠিত করবে।

এখন বর্তমানে যা কিছু গতিবিধি হচ্ছে সেটা কেমন ইসলামী প্রতিক্রিয়া যে, নিজেদের দেশের মানুষদের হত্যা করে দেওয়া হচ্ছে, আর নিজেদের সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে? ইসলাম তো অন্য জাতির শত্রুতার ক্ষেত্রেও ন্যায়পরায়ণাতকে বর্জন করার অনুমতি দেয়না। বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করার আদেশ দেয়। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্তানে বা অন্যান্য মুসলিম দেশে যা ঘটল তা সম্পূর্ণ এর পরিপন্থী। যাই হোক এই সকল মুসলিম দেশগুলিতে বিদেশীদের ব্যবসা বানিজ্য ও দূতাবাস গুলির ক্ষতি করা কিম্বা নিজেদের লোকদেরই ক্ষতি করা - এগুলি ইসলামকে কলঙ্কিত করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই মুসলমান জনসাধারণের উচিৎ এই সকল মন্দ প্রকারের উলেমা ও নেতাদের পশ্চাদ্গামী না হয়ে , তাদেরকে অনুসরণ করে নিজেদের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট না করে , বিবেক বুদ্ধি দিয়ে কাজ করা। আজ মুসলমানদের , বরং সমস্ত দুনিয়ার সঠিক গতিপথ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়লা তাঁর প্রিয় রসুল (সাঃ) এর প্রকৃত প্রেমিকে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে সনাক্ত করুন, তাঁর অনুসরন করুন , পৃথিবীর সংশোধন ও আঁ হযরত(সাঃ) এর পতাকা পৃথিবীতে প্রোথিত করার জন্য মসীহ ও মেহেদীর এই জামাতে সম্মিলিত হন, কেননা এখন আর অন্য কোনো উপায় নেই, অন্য কোনো পথ প্রদর্শক আমাদেরকে আঁ হযরত (সাঃ) এর সুন্নতের উপর চালিত করতে পারবেনা। ইসলামের গৌরব ও মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখা এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করা মসীহ ও মেহেদীর জামাতেরই কাজ এবং অন্যদেরকেও এতে সম্মিলিত করতে হবে। ইনশাল্লাহ ।

মসীহ এর অবতরণের প্রকৃত অর্থ ও মসীহ ও মাহদীর কতিপয় ক্রিয়াকলাপ তথা তাঁর সত্যবাদিতার কতিপয় প্রমাণ

অতএব প্রত্যেককে, তথা কথিত সকল মুসলমানকে এই বিষয়ের উপর বিবেচনা করা উচিত । এবং আমাদেরও তাদেরকে বোঝানো উচিৎ। আর তথাকথিত উলেমাদের সঙ্গে সেসব বিতর্কে জড়ানোর প্রয়োজন নেই যে আগমনকারী মসীহ এখনও আসেনি, কিম্বা তিনি অমুক স্থানে অবতীর্ণ হবেন অর্থাৎ মাহদী অমুক স্থানে আসবেন। প্রকৃতপক্ষে যে প্রকারে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি উপস্থাপন করা হয় সেটা একটা হাদিসকে না বোঝার কারণে। এই বর্ণনাটিকে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এরূপে ব্যাখ্যা করেছেন , তিনি বলেন:-

“যদি একথা বলা হয় যে হাদিস পরিস্কার ও সুস্পষ্ট শব্দে বলে দিচ্ছে যে মসীহ ইবনে মরীয়ম আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে এবং দামাশকের পূর্বে মিনারের নিকট তাঁর অবতরণ হবে, তিনি দুই জন ফিরিস্তার কাঁধের উপর হাত রেখে অবতরণ করবেন, তবে এই সুস্পষ্ট বর্ণনাকে অস্বীকার করা হবে কেন? (অর্থাৎ এই সব লোকেরা বলে যে সুস্পষ্ট ও পরিস্কার বর্ণনা রয়েছে এটাকে কিরূপে প্রত্যাখ্যান করা যায়?)

তাই এর প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন:-

“ এর উত্তর হল এই যে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া এই বিষয়টিকে প্রমাণ করে না যে বাস্তবেই পার্থিব সত্তা আকাশ থেকে নেমে আসবে বরং সহী হাদীসে আকাশ শব্দটিই নেই। আর এমনিতেই অবতরণ(নুজুল) শব্দটি একটি সাধারণ শব্দ। যে ব্যক্তি এক স্থান থেকে যাত্রা করে অন্যত্র গিয়ে অবস্থান করে সেটাকেও আমরা বলি যে সেখানে নেমেছে বা অবতরন করেছে। যেমন বলা হয় অমুক স্থানে সৈন্য বাহিনী নেমেছে বা তাঁবু নেমেছে।

(শেষাংশ ১০ পাতায়...)

জুমআর খুতবা

যুগের খলীফা এবং জামা'ত একই সত্তার দু'টি ভিন্ন নাম।

আজকাল আমরা যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তাতে খোদা তা'লার প্রতি বিশেষভাবে বিনত হওয়া প্রয়োজন।

এসব বিপদাপদ, ঝড়-তুফান ও দুর্যোগ ইত্যাদি যা বর্তমান যুগে দেখা দিচ্ছে, এগুলোর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, আমাদেরকে আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস এবং শুভ পরিণতির জন্যও অনেক দোয়া করা উচিত আর বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার জন্যও দোয়া করা উচিত।

এ পরীক্ষার যুগে নিজ কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে তাকওয়া অবলম্বন করাই সমীচিন হবে। এসব কথার পিছনে আমার উদ্দেশ্য এটিই যেন তোমরা উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর। পৃথিবী নশ্বর আরঅবশেষেমৃত্যু বরণ করতে হবে।ধর্মীয় শিক্ষাতেই আনন্দ নিহিত। ধর্মই হল প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। "

বর্তমান পরিস্থিতিতে আহমদীদের সুরক্ষিত থাকার, জামাত আহমদীয়ার উন্নতির জন্য আর্থিক ত্যাগস্বীকারকার করার, এম.টি.এর কর্মীবৃন্দ এবং বিশ্বজনীন ইসলামের শান্তিপূর্ণ ঐক্যের জন্য দোয়ার আহ্বান।

কতিপয় দোয়া বার বার পড়ার উপদেশ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ২২ শে মে , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (২২ হিজরত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: সর্বপ্রথম আমি সেই সমস্ত আহমদীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা সম্প্রতি আমার পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার কারণে তাদের অসাধারণ (ভালোবাসার) আবেগ প্রকাশ করেছেন আর গভীর ব্যাকুলতার সাথে দোয়া করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর সর্বোত্তম প্রতিদান দিন আর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় দৃঢ় করুন। এ যুগে খোদা তা'লার খাতিরে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে পারস্পরিক ভালোবাসা, বিশেষত যুগ খলীফার প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এই দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র আহমদীয়া জামা'তেই পাওয়া সম্ভব। এই দ্বীপাক্ষিক ভালোবাসাও আল্লাহ্ তা'লারই সৃষ্ট। এক্ষেত্রে এটি বলা কঠিন যে, কে অপর পক্ষের জন্য বেশি ভালোবাসা রাখে। অনেক সময় এটি মনে হয় যে, খিলাফতের প্রতি জামা'তের সদস্যদের ভালোবাসা পরম মার্গে উপনীত আর জামা'তের সদস্যদের সাথে যুগ খলীফার যে সম্পর্ক ও ভালোবাসা রয়েছে, কতকের দৃষ্টান্ত এমন রয়েছে, যা দেখে মনে হয় তা সেই মানের নয়। যাহোক, এটি দ্বীপাক্ষিক ভালোবাসা, দ্বীপাক্ষিক সম্পর্ক আর যেমনটি আমি বলেছি, (এটি) এমন এক গভীর সম্পর্ক যার কোন দৃষ্টান্ত পার্থিব সম্পর্কের গণ্ডিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র একটি বাক্য আমার খুব ভালো লাগে যে, "যুগের খলীফা এবং জামা'ত একই সত্তার দু'টি ভিন্ন নাম।"

(খুতবাতে নাসের, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩, প্রদত্ত খুতবা, ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)

এটি আপনাদেরই দোয়ার গ্রহণযোগ্যতার ফলাফল যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অসাধারণ দ্রুততার সাথে ক্ষত প্রশমিত হয়েছে। ডাক্তার সাহেব আমাকে বলেন, চেহারার ক্ষত সাধারণত দ্রুত ঠিক হয়ে যায় কিন্তু যত দ্রুততার সাথে এটি প্রশমিত হয়েছে, তা আমি আশা করি নি। আমি তাকে এ কথাই বলেছিলাম যে, চিকিৎসা নিজের জায়গায়, কিন্তু আসল বিষয় হচ্ছে, দোয়া– যা আহমদীরা করে যাচ্ছে। আমারও ধারণা ছিল, যেহেতু বেশ কয়েকটি ক্ষত রয়েছে, শুকনো চামড়া ঝরতে কমপক্ষে দু'সপ্তাহ লেগে যাবে। আর এরপর হয়ত ক্ষতের কিছু চিহ্নও থেকে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সাত-আট দিনের মধ্যেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই আঘাতের ফলে মরহুমে ঈসা ব্যবহারের যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা-ও বলছি, কিছুদিন পূর্বে মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব সুরিয়ানী ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী তা প্রস্তুত করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, এবার আমি তা ব্যবহার করি। এছাড়া হোমিওপ্যাথি ক্রীম ক্যালেন্ডুলা রয়েছে (সেটিও ব্যবহার করেছি)। যাহোক, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লারই কৃপা, তিনিই আরোগ্যদাতা। ঔষধের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, হয়ত অন্যদেরও কাজে আসবে, অনেক সময় প্রয়োজন দেখা দেয়। যাহোক, এখন এই দোয়া করুন যেন আঘাতের বাকি যেসব সম্ভাব্য ক্ষতিকর ও দীর্ঘস্থায়ী দিক থাকতে পারে সেগুলোও আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই দূরীভূত করুন।

খোদা তা'লার কৃপাই হলো মূল শক্তি–যা দোয়ার ফলে লাভ হয়। আমার স্মরণ আছে, কিছুকাল পূর্বে, আমার কাঁধ এবং বাহুতে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। হাত উঠানো কঠিন ছিল, (এমনকি) অন্য হাতের সাহায্য নিতে হতো। এখানকার অভীজ্ঞ ডাক্তারকে দেখালে তিনি বলেন, ছয় সপ্তাহ থেকে তিন-চার মাস পর্যন্ত এই ব্যথা থাকতে পারে। যাহোক, কয়েকদিন পর তিনি পুণরায় পরীক্ষা করে দেখেন, তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নব্বই শতাংশ ব্যথা সেরে গিয়েছিল। তিনি খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমি তাকে এ কথাই বলেছিলাম যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ দোয়া করলে এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন। ইংরেজ (ডাক্তার) ছিল, সে বলে, আমি খ্রিষ্টান আর আমার পরিবার ধার্মিক। দোয়ার প্রতি আমারও বিশ্বাস আছে, সে আরো বলে, নিশ্চিতরূপে এটি দোয়ার কল্যাণেই হয়েছে।

সুতরাং আমাদের সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাই যাচনা করা উচিত

এবং তাঁরই প্রতি বিনত হওয়া উচিত। আজকাল আমরা যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তাতে খোদা তা'লার প্রতি বিশেষভাবে বিনত হওয়া প্রয়োজন। যুক্তরাজ্য থেকেও রিপোর্ট আসছে আর অন্যান্য দেশ থেকেও এই রিপোর্ট আসছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে জামা'তের সদস্যদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হওয়ার দিকে বেশ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। লকডাউনের কারণে ঘরে ঘরে পরিবারের সদস্যরা বিশেষভাবে একত্রে বাজামা'ত নামাযের আয়োজন করে। দরস এবং পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়। কোন না কোন পুস্তক, হাদীস এবং পবিত্র কুরআনের দরসও দেওয়া হয়। যার ফলে বড়দের জ্ঞানও বৃদ্ধি পাচ্ছে আর শিশুরাও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় ঈমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এরই মাঝে রমজান মাসও এসেছে আর মানুষের ইবাদতের প্রতি যে মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছিল, তা পূর্বের চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায়। এখন রমজান মাস শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে আর একইভাবে লকডাউন সংক্রান্ত বিধিনিষেধও সরকার কিছুটা শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অধিকাংশ সরকার বরং কোন কোন সরকার ইতোমধ্যে তা শিথিল করেছেও বটে, আবার কোন কোন জায়গায় এই শিথিলতা আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে একটি কথা আমি এটি বলতে চাই যে, বিধিনিষেধ শিথিল করার পাশাপাশি সরকার যেসব শর্ত আরোপ করেছে, সেগুলো প্রত্যেক আহমদীর মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সবচেয়ে বড় আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিপটে রাখা উচিত তাহলো, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি ও বাহিরে বের হওয়ার ছাড়, আর রমজান মাস শেষ হয়ে যাওয়া কোন আহমদীকে যেন আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং সেসব পুণ্যকর্ম ছেড়ে দেওয়া বা তাতে ঘাটতি আনতে প্ররোচিত না করে যেগুলো তারা অবলম্বন করেছিল। বরং যতদিন মসজিদের যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেসব পুণ্য ও বাজামা'ত নামাযকে ঘরে অব্যাহত রাখা, আর যখন মসজিদে যাওয়ার অনুমতি লাভ হবে তখন মসজিদকে আবাদ রাখার বিষয়টিকে নিজেদের জন্য পূর্বের চেয়ে আরো বেশি আবশ্যক করে নিন। মহিলারা ঘরে নামাযের বিশেষ ব্যবস্থা নিন যেন শিশুরাও আদর্শ দেখতে পায়। খোদা তা'লার প্রতি তাদেরও ঈমান ও বিশ্বাস যেন বৃদ্ধি পায়। ঘরে ঘরে কয়েক মিনিটের দরস ও পঠন-পাঠনের রীতি যেন চলমান থাকে, যাতে করে ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি পায় আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটে। অনুরূপভাবে এমটিএ-র অনুষ্ঠানসমূহ দেখার প্রতিও লক্ষ্য রাখুন, পূর্বেও আমি এ সম্পর্কে বলেছি।

অতএব লকডাউন ও রমজানের পরে এসব পুণ্যকে আমাদের কারো ভুলে যাওয়া উচিত নয়, বরং অব্যাহত রাখা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের যে অঙ্গীকার একজন আহমদী করেছে, সেটিকে তার কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। মু'মিনের কাজ এটি নয় যে, সে কখনো সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বিপদে পড়লে তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হয়, তাঁর আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করে, তাঁর কাছে সাহায্য চায়, তাঁকে ডাকে, আর যখন কষ্ট দূর হয়ে যায় তখন খোদা তা'লাকে ভুলে যায়।

আজকাল মানুষ এটি উদঘাটনের চেষ্টা করছে যে, এই করোনাজনিত মহামারি কি প্রাকৃতিক ঘটনা না-কি ঐশী শাস্তি? এই ধরনের বিপদ এবং মহামারি দেখা দিলে এতে এক মু'মিনের কাজ হলো পূর্বের তুলনায় আরো বেশি খোদা তা'লার প্রতি বিনত হওয়া, শুধু এটি খুঁজতে ব্যস্ত থাকা নয় যে, এটি কী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ যুগে আল্লাহ্ তা'লার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে অগণিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যেগুলো পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে আর আগামীতেও হবে। যদি সতর্কীকরণমূলক কোন কথা থেকে থাকে তাহলে সর্বপ্রথম এক মু'মিনের কাজ হলো কম্পিত ও ত্রস্ত হওয়া, ভীত হওয়া এবং নিজের ঈমান ও বিশ্বাসকে দৃঢ় করা, নিজের শুভ পরিণতির জন্য দোয়া করা। আসল বিষয় হলো শুভ পরিণতি। আমি বহুবার বলেছি যে, এসব বিপদাপদ, ঝড়-তুফান ও দুর্যোগ ইত্যাদি যা বর্তমান যুগে দেখা দিচ্ছে, এগুলোর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, আমাদেরকে আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস এবং শুভ পরিণতির জন্যও অনেক দোয়া করা উচিত আর বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার জন্যও দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যখন নিদর্শন হিসেবে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের স্পষ্ট সংবাদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়েছিলেন তখনও তিনি ব্যাকুল হয়ে বিশ্ববাসীর জন্য দোয়া করতেন। রুদ্ধদ্বারের পেছন থেকে যারা তাঁর দোয়ার স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন তারা বলেন, মর্মস্পর্শী ক্রন্দন ও আহাজারির এমন আওয়াজ আসত যেমনটি হাড়ির ফুটন্ত পানির আওয়াজ হয়ে থাকে। (তিনি দোয়া করতেন,) আল্লাহ্ তা'লা যেন মানবজাতিকে রক্ষা করেন।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৫১৪)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক (প্লেগকে তাঁর সত্যতার) নিদর্শন আখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও মানবজাতির জন্য তাঁর দয়া ও মমতা প্রাধান্য পায়। আর এই ব্যাধি বা মহামারির ধ্বংসযজ্ঞ থেকে তাদের নিরাপত্তার জন্য তিনি দোয়ায় রত থাকতেন আর অত্যন্ত বেদনার সাথে দোয়া করতেন। অতএব আমাদেরও তাঁর এই আদর্শকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে।

কতিপয় লোক হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ নাকি ঐশী শাস্তি' নামক একটি প্রবন্ধকে সাম্প্রতিককালের ভাইরাস জনিত মহামারির সাথে মেলানোর চেষ্টা করে আর নিজস্ব মন্তব্যও ব্যক্ত করে। স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, যেমনটি আমি আগেও বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে বিপদাপদ ও দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আর এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্ট বলে রেখেছেন যে, এসব বিপদাপদ আসবে এবং ধ্বংসযজ্ঞ দেখা দিবে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আমি যেমনটি গত খুতবাগুলোতেও বলেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথাও বলেছেন যে, কোন কোন ঈমানদার ব্যক্তিও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে এসবের শিকারে পরিণত হয়, কিন্তু তারা শহীদের মর্যাদা রাখে আর তাদের পরিণতি শুভ হয়।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৫২)

মহানবী (সা.)-এর ভাষ্য অনুসারে তাদের পরিণাম তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়, যেমনটি তিনি (সা.) বলেছেন, যে জানাযায় মানুষ প্রয়াত ব্যক্তির প্রশংসা করে, তার সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে, তার বান্দার অধিকার ও আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং প্রশংসা করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জানায়েজ, হাদীস-৯৪৯)

আমরা দেখি, এমন অনেক নিষ্ঠাবান আহমদী আছেন যাদের বিষয়ে সবার এমনই অভিব্যক্তি ছিল। কিন্তু এসব মহামারির ক্ষেত্রে মূলত দেখার বিষয় হলো, এর ফলে সার্বিকভাবে বস্তুবাদীদের ওপর কেমন প্রভাব পড়ছে। জাগতপূজারী বা বস্তুবাদীদের কাণ্ডজ্ঞানই হারিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বিশ্বে তাদের অবস্থা কীরূপ মোড় নিয়েছে তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। শুধু সাধারণ মানুষেরই নয় বরং বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেরও, যারা নিজেদেরকে পর্বতের ন্যায় শক্তিশালী মনে করে, ক্ষমতাধর বড় বড় রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে আর এর ফলাফল থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য তারা যে চেষ্টা করছে তা আরো ভয়ানক, সেটি তাদেরকে যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে। অতএব, এরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মাঝে এমন পরিবর্তন না আনয়ন করবে যার মাধ্যমে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসান ঘটতে পারে, তারা উপর্যুপরী ধ্বংসের গহ্বরে ডুবতে থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও একই কথা বলেছেন যে, মুসলমান হওয়া বা ধর্মীয় ভুল-ত্রুটি না থাকা কিংবা ধর্মীয় ভুল-ভ্রান্তির জন্য জিজ্ঞাসাবাদ কিয়ামত দিবসে হবে, এটি আল্লাহ্ তা'লা তখন দেখবেন, কিন্তু বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য এবং অধিকার হরণ করা আর আল্লাহ্‌র বান্দাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা– এগুলো অস্থির করে দেওয়ার মতো ধ্বংস ডেকে আনে।

(কিশতিয়ে নূহ,রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৫)

যাহোক আমাদের কাজ হলো, দোয়া করা এবং বিশ্ববাসীকে বুঝানো আর নিজেদের অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন আনা। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যে প্রবন্ধের কথা আমি বলেছি তা এক দীর্ঘ প্রবন্ধ, কিন্তু এই প্রবন্ধ পড়ে প্রত্যেক আহমদীর যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত তা কেবল এটি নয় যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলোর সাথে কী ঘটেছে বা এখন কী হবে আর কী হচ্ছে এবং কোনটি ধ্বংসযজ্ঞ আর কোনটা নয়। নিশ্চিতভাবে এ বিষয়গুলোও হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারকারী হওয়া উচিত ও নিজেদের অবস্থার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী হওয়া উচিত। কিন্তু যেমনটি তিনি লিখেছেন, প্রকৃত বিষয় এবং যে শব্দগুলো প্রণিধানযোগ্য হওয়া উচিত তাহলো, আহমদীয়া জামা'তের জন্য এর মাঝে সাবধানবাণী এবং সুসংবাদও রয়েছে।

সাবধানবাণী হলো, কেবল আহমদীয়াতের সাইনবোর্ড রক্ষা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে না বরং এর সাথে তাকওয়ার শর্তও রয়েছে। আর সুসংবাদের দিক হলো, জামা'তের মাঝে যেসব ব্যবহারিক দুর্বলতা সৃষ্টি হবে, আহমদীরা খুব দ্রুত সেগুলোর সংশোধন করবে। সারকথা হলো যারা কেবল নামসর্বস্ব বয়আত করেছে, তারা তাঁর [তথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] পবিত্র শিক্ষার দিকে ফিরে আসলে তবেই রক্ষা পাবে আর খোদার দিকে প্রত্যাবর্তনই তাদের জন্য সুসংবাদ, অন্যথায় কোন সুসংবাদ নেই।

(হাওয়াদিসে তাবঈ ইয়া আযাবে ইলাহি, পৃ: ১২১)

আর যেমনটি আমি বলেছিলাম, এ দিনগুলোতে যে বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সেটিকে এখন ধরে রাখুন। নিজেদেরও এবং নিজেদের সন্তানদেরও হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার ও হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, কেননা জগতে ধ্বংসযজ্ঞের পর খোদা তা'লার প্রতি যখন মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষিত হবে, প্রাপ্য প্রদানের প্রতি যখন দৃষ্টি থাকবে, তখন মানুষ জামা'তের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে। তখন আহমদীরাই জগতকে সঠিক পথের দিশা দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু এর পূর্বে বেদনার্ত হৃদয়ে আমাদের এই দোয়া করা উচিত যেন সেই মুহূর্তই না আসে যখন জগদ্বাসী এত দূরে চলে যাবে যেখান থেকে আলো এবং শান্তি বা নিরাপত্তার দিকে আসার পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে। এর পূর্বেই যেন মানুষের মনোযোগ এদিকে ফিরে আসে। অতএব আমাদের দোয়া করার পাশাপাশি নিজেদের উত্তম আদর্শও প্রদর্শন করা প্রয়োজন। জগদ্বাসীকে একথা বলা আবশ্যক যে, পারস্পরিক অধিকার প্রদানের মাধ্যমেই তোমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জন করতে সক্ষম হবে। আর এক-অদ্বিতীয় খোদার দয়া অর্জন করা ছাড়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাও সফল হতে পারে না আর মৃত্যুর পর পরিণামও শুভ হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ দিনগুলোতে জামা'তের সদস্যরা যেখানে ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে, সেখানে এর পাশাপাশি সৃষ্টি সেবার কাজও করে যাচ্ছে। যুবকরাও আর সুস্থ্য-সবল আনসাররাও এবং লাজনারাও (এই কাজে নিয়োজিত রয়েছে), সব জায়গা থেকে এ বিষয়ে খুব ভালো রিপোর্ট আসছে। সৃষ্টি সেবার এই কাজ জগৎপূজারী অনেক পথহারাদের পথপ্রদর্শনেরও কারণ হচ্ছে।

কিছুদিন পূর্বে কানাডা থেকে একটি রিপোর্ট আসে যে, একজন মহিলা সকল জায়গা থেকে নিরাশ হয়ে রাত দু'টোর সময় প্রতিবেশীদের সেবার নিমিত্তে খোদ্দামুল আহমদীয়ার যে হেল্পলাইন রয়েছে, সেখানে ফোন করে বলে, আমার ছেলে অসুস্থ্য, আর ঔষধ পাওয়ার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। সবাই অপারগতা প্রকাশ করেছে। সেই মহিলা বলে, সবার কথা হলো সকাল হবার পূর্বে তা পাওয়া যাবে না কিন্তু তার অবস্থা সংকটাপন্ন। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, মানুষ বলে খোদা আছেন, যদিও আমি খোদাকে মানি না তবে আজ একটা পরীক্ষা করি। তিনি বলেন, আমি একান্ত ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার মাঝে বললাম, হে খোদা! তুমি যদি থেকেই থাক, তাহলে আমার ছেলে এই সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়ে আছে, তার ঔষধের কোন একটা ব্যবস্থা করে দাও। তিনি বলেন, আর একই সাথে খোদ্দামদের হেল্পলাইনের কথা আমার মনে পড়ে। ফোন করলে কোন এক ব্যক্তি ফোন ধরে। তাকে আমি আমার প্রয়োজনের কথা বললাম, তিনি বলেন, আমি চেষ্টা করছি। কিছুক্ষণ পর পুনরায় সেই ব্যক্তির ফোন আসে, তিনি বলেন, এখন রাত দু'টো বাজে, ব্যবস্থা করা কঠিন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার ছেলের শারিরীক অবস্থা এখন কেমন? আমি পুনরায় সার্বিক অবস্থা খুলে বললাম এবং খুব অস্থিরতা প্রকাশ করলাম। তিনি বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে, অমুক জায়গায় একটা ফার্মেসি আছে, আমি নিজে গিয়ে দেখছি, যদি সেই ফার্মেসি খোলা থাকে তাহলে আমি ঔষধ নিয়ে আসবো। তিনি রাতে যান। ভদ্র মহিলা বলেন, তাকে যখন আমি জাগাই, তখন তিনি ঘুমিয়েছিলেন, তবুও তিনি পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে যান আর আমাকে ঔষধ এনে দেন। এর ফলে আমার মাঝে খোদার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকার বিশ্বাস জন্মে। আহমদী সেবকের জন্যই আমার মাঝে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে আর এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

অতএব এই দিনগুলোতে মানবসেবার মাধ্যমে আমরা বান্দাকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী করার মাধ্যম হতে পারি। এর জন্য আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। কোন ধ্বংসযজ্ঞ হচ্ছে কি হচ্ছে না– এটি দেখার জন্য বসে থাকবেন না। এছাড়া রমজানে অন্যের দুঃখকষ্ট উপলব্ধির যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি তা-ও আমাদের ধরে রাখতে হবে। অন্যের দুঃখকষ্টের প্রতি সদা সংবেদনশীল হোন, কেননা রমজানের উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে এটিও একটি উদ্দেশ্য, অর্থাৎ অন্যের দুঃখকষ্ট উপলব্ধি করার অনুভূতি জাগ্রত করা।

অতএব এই মহামারির ফলে পৃথিবীতে সার্বিক যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে আর দ্বিতীয়ত রমজানের পরিবেশ এখন আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সদা দৃষ্টি আকর্ষণকারী হওয়া উচিত। আগামীকাল বা পরশু রমজানের সমাপ্তি ঘটবে, কিন্তু এর পুণ্য সমূহকে আমাদেরকে সবর্দা নিজেদের মাঝে ধরে রাখতে হবে। আমরা যেসব পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছি সেগুলোকে অবশ্যই নিজেদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। আর লকডাউন শিথিল হলে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত এবং মানবতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে গেলে চলবে না। সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য এবং বান্দাদের অধিকার প্রদানের প্রতি নিজেরা মনোযোগী হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে থাকুন এবং নিজেদের উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ও বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করার চেষ্টা করুন। এ যুগে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি। তাঁর (আ.) কোন বৈঠক এমন হতো না যেখানে তিনি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর শিক্ষার আলোকে আমাদের অবস্থান ও অভিষ্ট মানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা না করতেন।

অতএব আমাদের সর্বদা তাঁর (আ.) উপদেশাবলী স্মরণ রাখা উচিত যাতে সত্যিকার ঈমান ও বিশ্বাস আমাদের লাভ হয়। অন্যদের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রাখার পরিবর্তে আমাদেরকে নিজেদের অবস্থার পর্যালোচনা করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যেগুলো সম্পর্কে আমাদের সর্বদা প্রণিধান করা প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে কোন্ পর্যায়ে ও মানে দেখতে চান, এক স্থানে সেই মানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠার চেষ্টা করা এবং পাঁচবেলার নামাযে দোয়া করা। সবাই যেন খোদাকে অসন্তুষ্ট করার মতো সকল বিষয় থেকে তওবা করে। তওবার অর্থ হলো সমস্ত পাপাচারিতা এবং খোদাকে অসন্তুষ্ট করার কারণগুলো পরিত্যাগ করে একটি সত্যিকার পরিবর্তন সাধন করা এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হওয়া আর তাকওয়া অবলম্বন করা। এতেও খোদার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। মানবীয় অভ্যাসকে সুশীল ও

সুসভ্য করা উচিত, রাগ বা ক্রোধ যেন না থাকে, বিনয় ও নম্রতা যেন সেই স্থান দখল করে নেয়। চারিত্রিক সংশোধনের পাশাপাশি নিজ সাধ্য অনুযায়ী সদকা দেয়ার অভ্যাস কর। يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (সূরা দাহর: ০৯) অর্থাৎ তারা খোদার সন্তুষ্টির জন্য মিসকিন, এতিম এবং বন্দিদের খাবার খাওয়ায় আর বলে, বিশেষত আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য আমরা দান করি এবং সেই দিনকে আমরা ভয় করি যা ভীষণ ভয়ঙ্কর। সারকথা হলো- দোয়া ও তাওবার মাধ্যমে কাজ কর এবং সদকা-খায়রাত করতে থাক যাতে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৮)

পুনরায় তিনি (আ.) জামা'তের সদস্যদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যবান বান্দাদের ছাড়া কারও পরোয়া করেন না। পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি সৃষ্টি কর এবং হিংস্রতা ও বিভেদকে পরিহার কর। সকল প্রকার উপহাস ও বিদ্রুপের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন কর, কেননা বিদ্রুপ মানুষের মনকে সত্য থেকে বহু দূরে ঠেলে দেয়। পরস্পরের প্রতি সম্মানসূচক ব্যবহার কর। প্রত্যেকের উচিত নিজের আরামের চেয়ে ভাইয়ের আরামকে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক প্রকৃত সন্ধি স্থাপন কর এবং তাঁর আনুগত্যে ফিরে আস। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হচ্ছে, আর এথেকে তারা-ই বাঁচবে যারা পরিপূর্ণরূপে নিজেদের যাবতীয় পাপ থেকে তওবা করে তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়।

মনে রেখো, যদি আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশ তোমরা শিরোধার্য কর এবং তাঁর ধর্মের সমর্থনে চেষ্টা-প্রচেষ্টা কর, তাহলে খোদা সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিবেন এবং তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হবে। তোমরা কি দেখ নি যে, কৃষক ভালো চারার স্বার্থে ক্ষেত থেকে আগাছা জাতীয় জিনিসগুলোকে উপড়ে ফেলে দেয় এবং নিজের ক্ষেতকে সুন্দর ও ফলবান গাছপালা দিয়ে সুসজ্জিত করে, আর সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে ও সর্বপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি থেকে সেগুলোকে রক্ষা করে। কিন্তু যেসব গাছপালা ফল দেয় না এবং পচতে ও শুকিয়ে যেতে থাকে, কোন গরু-ছাগল এসে সেগুলো খেয়ে ফেলল নাকি কোন কাঠুরে সেগুলোকে কেটে চুলায় পোড়াল, (ক্ষেতের) মালিক তার কোন পরোয়া করে না। একইভাবে তোমরাও মনে রেখো, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিষ্ঠাবান সাব্যস্ত হও তাহলে কারও বিরোধিতা-ই তোমাদের কষ্টে ফেলবে না। কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের অবস্থা সঠিক না কর এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে আজ্ঞানুবর্তিতার সত্য অঙ্গীকার না কর- তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কারো পরোয়া করেন না।"

তিনি (আ.) বলেন, "তোমাদের খোদার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। নিজেদের মধ্যকার সকল বিবাদ-বিসম্বাদ, ক্রোধ ও শত্রুতা পরিহার কর, কারণ এখন তোমাদের তুচ্ছ বিষয়াদি উপেক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন হওয়ার সময়। মানুষ তোমাদের বিরোধিতা করবে, সেটিকে গ্রাহ্য করবে না। এই কথাটি (আমার) ওসীয়্যত হিসেবে মনে রাখবে– কক্ষনো রূঢ়তা ও কঠোরতার আশ্রয় নেবে না; (অর্থাৎ মানুষ বিরোধিতা করবে, কিন্তু তোমরা মোটেই কঠোরতা করবে না;) বরং নম্রতা, ধীরস্থিরতা ও উত্তম চরিত্রের সাথে সবাইকে বোঝাও।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৬-২৬৮)

আমাদের চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন ও হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার প্রাপ্য প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে একস্থানে তিনি (আ.) বলেন,

"একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লা কতিপয় বান্দাকে বলবেন, তোমরা আমার মনোনীত লোক আর আমি তোমাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট, কেননা আমি খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম, তখন তোমরা আমাকে খাবার খাইয়েছ; আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, তোমরা আমাকে বস্ত্র দিয়েছ; আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে পানি পান করিয়েছ; আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা-শুশ্রূষা করেছ। তারা বলবে, হে আল্লাহ্! তুমি তো এসব বিষয় থেকে পবিত্র! তুমি কবে এরূপ ছিলে যখন আমরা তোমার সাথে এরূপ করেছি? তখন তিনি বলবেন, আমার অমুক অমুক বান্দা এরূপ ছিল, তোমরা তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছ; সেটি এমন বিষয় ছিল যেন তোমরা তা আমার সাথেই করেছ। এরপর আরেক দল আসবে, তাদেরকে তিনি বলবেন, তোমরা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছ। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খেতে দাও নি; আমি পিপাসার্ত ছিলাম, আমাকে পানি দাও নি; আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, আমাকে কাপড় দাও নি; আমি অসুস্থ ছিলাম, আমার সেবা-শুশ্রূষা কর নি। তখন তারা বলবে, হে আল্লাহ্! তুমি তো এসব বিষয়ের ঊর্ধ্বে! তুমি কখন এরূপ ছিলে যখন আমরা তোমার সাথে এরূপ করেছি? তখন তিনি বলবেন, আমার অমুক অমুক বান্দা এরূপ অবস্থায় ছিল, তোমরা তাদের প্রতি কোন সহানুভূতি প্রদর্শন কর নি বা সদ্ব্যবহার কর নি; এটি আমার সাথে ব্যবহারেরই নামান্তর।

মোটকথা মানবজাতির প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা (এখানে এরূপ কোন শর্ত নেই যে, সে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, নাকি অন্য কেউ) ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন অনেক বড় ইবাদত, আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের এটি এক অসাধারণ মাধ্যম। কিন্তু আমি দেখতে পাই যে, এই বিষয়ে অনেক দুর্বলতা প্রদর্শন করা হয়।অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। তাদের প্রতি হাসি-বিদ্রুপ করা হয়। তাদের খবরাখবর নেয়া এবং কোন বিপদ কিংবা সমস্যায় সাহায্য করা তো দূরের কথা, যারা দরিদ্রদের সাথে ভালো ব্যবহার করে না, বরং তাদেরকে তুচ্ছ -তাচ্ছিল্য করে, আমার ভয় হয় যে, তারা নিজেরাই আবার এই সমস্যার কবলে না পড়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হলো খোদার বান্দাদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা আর খোদাপ্রদত্ত এই অনুগ্রহের কারণে অহংকার না করা এবং পশুর ন্যায় দরিদ্রদের পদদলিত না করা।

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১০২-১০৩)

অতঃপর বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আসল কথা হলো, সবচেয়ে কঠিন এবং স্পর্শকাতর বিষয় হলো বান্দার অধিকার প্রদান করা, কেননা সব সময় এর মুখোমুখি হতে হয় আর সর্বদা এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। অতএব, এ পর্যায়ে খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে পদচারণা করা উচিত। আমার রীতি হলো, শত্রুর সাথেও যেন সীমাতিরিক্ত কঠোরতরা প্রদর্শন না করা হয়। কেউ কেউ তাকে (অর্থাৎ শত্রুকে) ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করার পক্ষে। আর এই চিন্তায় তারা বৈধ ও অবৈধেরও পার্থক্য করে না। তার দুর্নামের মানসে তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে, তার গীবত করে আর অন্যদেরকে তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। এখন বল, সামান্য শত্রুতা করে সে কত বেশি মন্দ কাজ ও পাপের ভাগীদার হলো। আর এরপর এ সব পাপ যখন বংশ বিস্তার করবে তখন কত দূর পর্যন্ত বিষয় গড়াবে। "

আজকাল আমরা ব্যক্তিগত সমষ্টিগত, জাতীয় ও দেশীয় পর্যায়েপৃথিবীর এই অবস্থাই দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলেন, আমি সত্য সত্যই বলছি, তোমরা ব্যক্তিগত কারণে কাউকে শত্রু মনে করবে না, আর হিংসা-বিদ্বেষের এই অভ্যাসকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার কর। খোদা তা'লা যদি তোমাদের সাথে থাকেন আর তোমরা খোদা তা'লার হয়ে যাও, তাহলে তিনি শত্রুদেরও তোমাদের সেবকদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। কিন্তু খোদার সাথেই যদি তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন থাকে আর তাঁর সাথেই যদি কোন বন্ধুত্বের সম্পর্ক না থাকে এবং তোমাদের আচার-আচরণ তাঁর ইচ্ছার পরিপন্থী হয়, তাহলে খোদার চেয়ে বড় শত্রু তোমাদের আর কে হবে? সৃষ্টির শত্রুতা মানুষ এড়িয়ে চলতে পারে, কিন্তু খোদা যদি শত্রু হন আর পুরো সৃষ্টিও বন্ধু হয়

তা কোন কাজে আসবে না। তাই তোমাদের রীতি-নীতি নবীদের রীতি-নীতি সদৃশ হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা হলো, ব্যক্তিগত কারণে কোন শত্রুতা যেন না থাকে।

ভালোভাবে স্মরণ রেখো! মানুষ সম্মান এবং সৌভাগ্যের উত্তরাধিকারী তখন হয়, যখন সে কারো সাথে ব্যক্তিগত কারণে শত্রুতা না রাখে। হ্যাঁ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সম্মানের প্রশ্নে বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সম্মান করে না, বরং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাকে তোমরা নিজেদের শত্রু জ্ঞান করবে। কিন্তু শত্রু মনে করার বিষয়টিও তিনি স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, এখানে শত্রু মনে করার অর্থ এটি নয় যে, তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে আর বিনা কারণে তাকে কষ্ট দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। না, বরং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর আর (বিষয়) আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ কর। সম্ভব হলে তার সংশোধনের জন্য দোয়া কর। নিজের পক্ষ থেকে তার সাথে নতুন কোন ঝগড়া আরম্ভ করো না।

(মালফুযাত,৮ম খণ্ড, পৃ: ১০৪-১০৫)

অতঃপর চারিত্রিক ও নৈতিক মানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"চারিত্রিক অবস্থা এতটা সংশোধিত হওয়া উচিত যে, কাউকে সৎ উদ্দেশ্যে বোঝানো এবং (তার) ভুল সম্পর্কে এমন সময়ে বা এমনভাবে অবহিত করা উচিত যেন তার কাছে অপ্রীতিকর মনে না হয়। কাউকে যেন হেয় মনে করা না হয়। কারো হৃদয়ে যেন আঘাত করা না হয়। জামা'তে পরস্পরের মাঝে যেন ঝগড়া ও নৈরাজ্য দেখা না দেয়। স্বধর্মের দরিদ্র ভাইদের কখনো তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে না। ধন-সম্পদ কিংবা বংশের অপ্রয়োজনীয় বড়াই করে অন্যদের লাঞ্ছিত এবং তুচ্ছ মনে করো না। খোদা তা'লার নিকট সে-ই সম্মানিত যে মুত্তাকী। যেমন তিনি বলেন, **'ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আতকাকুম'** (সূরা হুজুরাত: ১৪)। অন্যদের সাথেও উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত। নোংরা চরিত্রের মানুষও ভালো নয়। মানুষ আমাদের জামা'তের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করার শুধু বাহানা খোঁজে। মানুষের জন্য একটি প্লেগ রয়েছে আর আমাদের জামা'তের জন্য রয়েছে দু'টি প্লেগ। জামা'তের কোন এক ব্যক্তিও যদি মন্দ কাজ করে তাহলে সেই একজনের কারণে পুরো জামা'ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বুদ্ধিমত্তা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার যোগ্যতাকে বৃদ্ধি কর, চরম নির্বোধের কথার উত্তরও গাম্ভীর্যতা ও শান্তিপূর্ণভাবে দাও। বাজে কথার উত্তর বাজে কথার মাধ্যমে যেন না হয়। তিনি বলেন, এ পরীক্ষার যুগে নিজ কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে তাকওয়া অবলম্বন করাই সমীচিন হবে। এসব কথার পিছনে আমার উদ্দেশ্য এটিই যেন তোমরা উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর। পৃথিবী নশ্বর আরঅবশেষেমৃত্যু বরণ করতে হবে।ধর্মীয় শিক্ষাতেই আনন্দ নিহিত। ধর্মই হল প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। "

(মালফুযাত,১ম খণ্ড, পৃ: ২০৮-২০৯)

অপর এক স্থানে জামা'তকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের জামা'তের এমন হওয়া উচিত যেন শুধু বুলিসর্বস্ব না হয়, বরং বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নকারী হয়, অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন করা উচিত। শুধু ধর্মীয় মসলা-মসায়েলের মাধ্যমে তোমরা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না যে, মসলা-মসায়েল অবগত হলাম আর খোদা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এমন নয়, এতে আল্লাহ্‌তা'লা সন্তুষ্ট হবেন না। যদি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন না আসে তাহলে তোমাদের ও অন্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। তোমাদের মধ্য যদি ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও অলসতা থাকে তাহলে তোমাদেরকে অন্যদের পূর্বে ধ্বংস করা হবে। প্রত্যেকের উচিত নিজের বোঝা বহন করা এবং নিজ অঙ্গীকার রক্ষা করা। জীবনের কোন ভরসা নেই। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সময়ের পূর্বেই পুণ্য করে আশা করা যায় যে, সে পবিত্র হয়ে যাবে। স্বীয় প্রবৃত্তির সংশোধনের জন্য সাধনা কর। নামাযে দোয়া কর। সদকা-খয়রাতের মাধ্যমে এবং অন্য সর্বপ্রকার পন্থায় "ওয়াল্লাযীনা জা'হাদু ফীনা"-র মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অসুস্থ ব্যক্তি যেভাবে ডাক্তারের কাছে যায়, ঔষধ সেবন করে, বিরেচক ঔষধ গ্রহণ করে, রক্ত বের করায়, সেঁক নেয় এবং আরোগ্য লাভের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করে, অনুরূপভাবে নিজের আধ্যাত্মিক রোগব্যাধি দূর করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা কর। শুধু মুখেই নয় বরং মুজাহেদা বা চেষ্টাসাধনার যত পদ্ধতি খোদা তা'লা বর্ণনা করেছেন সেগুলো সব অবলম্বন কর। সদকা-খয়রাত কর, জঙ্গলে গিয়ে দোয়া কর।" তিনি বলেন, খোদা তা'লা প্রচেষ্টাকারীকে পছন্দ করেন, আর মানুষ যখন সব উপায়ে চেষ্টা করে তখন কোন না কোনটি লক্ষ্যভেদও করে।"

(মালফুযাত,৮ম খণ্ড, পৃ: ১৮৮-১৮৯)

অতএব এ দিনগুলোতে, বিশেষত যখন পাকিস্তান ও অন্য কয়েকটি দেশে আহমদীদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা চরমে, তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও করুণাকে আকৃষ্ট করার জন্য আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা করা উচিত। শত্রুরা যখন চরম শত্রুতা প্রদর্শন করছে তখন আমাদেরও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও দয়াকে আকৃষ্ট করার জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করা প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে এযুগে মহানবী (সা.) এর মর্যাদা, সম্মান এবং তাঁর আদর্শের প্রকৃত মর্ম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন যে, এসব বিষয় অর্থাৎ সব উন্নত চরিত্র, যেমন আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার প্রাপ্য প্রদান- এগুলো তাঁর (সা.)আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই (অর্জিত) হতে পারে। তিনি (আ.) আমাদেরকে বার বার এটিই বলেছেন যে, মহানবী (স.) এর পথ পরিত্যাগ করো না। এ সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে একস্থানে তিনি (আ.) বলেন,

"আমি তোমাদেরকে এটিও বলে দিতে চাই যে, অনেক লোক আছে যারা নিজেদের মনগড়া জপ-তপের মাধ্যমে সেসব উৎকর্ষ অর্জন করতে চায় বা খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চায়, কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, মহানবী (সা.) যে পদ্ধতি অবলম্বন করেননি সেটি সম্পূর্ণ বৃথা।মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বেশি 'মুনআম আলাইহিম' অর্থাৎ পুরস্কারপ্রাপ্তদের পথের সত্যিকার অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ আর কে হতে পারে, নবুওয়্যতেরও সমস্ত শ্রেষ্ঠ দিক তাঁর সত্তায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি (সা.) যে পথ অবলম্বন করেছেন তা সবচেয়ে সঠিক এবং সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। সে পথকে পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথ আবিষ্কার করা, সেটি বাহ্যত যতই সুন্দর দৃষ্টিগোচর হোক না কেন; আমার মতে ধ্বংস। আর খোদা তা'লা আমার কাছে এমনটিই প্রকাশ করেছেন।"

(মালফুযাত,১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৫)

মহানবী (সা.) থেকে আমাদেরকে যারা পৃথক করতে চায় তাদের এই অবস্থাই পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ পীর, ফকির এবং নামসর্বস্ব আলেমরা ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষাকে পুরোপুরি বিকৃত করে রেখেছে; তথাপি তারা মুসলমান হওয়ার দাবি করে আর আমাদেরকে ইসলামের গণ্ডি-বহির্ভূত মনে করে। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এই মর্যাদাকে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত অনুবর্তিতায় খোদা লাভ হয়। আর তাঁর (সা.) অনুবর্তিতা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

পরিত্যাগ করে কেউ সারা জীবন মাথা ঠুকলেও সে মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং সা'দীও মহানবী (সা.) এর অনুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তার কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন। ফারসী পঙ্‌ক্তি রয়েছে 'বাযুহদ ও ওরা' কূশ ও সিদ্‌ক ও সাফা, ওলেকান ম্যাফাযায়ে বার মুস্তফা'

(অর্থাৎ সংসারের মোহ ত্যাগ করা, তাকওয়া এবং সততা ও স্বচ্ছতা অর্জনের জন্য অবশ্যই চেষ্টা কর, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) বর্ণিত পথকে ছেড়ে নয়।)

মহানবী (সা.) এর পথকে কখনোই পরিত্যাগ করো না। আমি দেখছি যে, মানুষ বিভিন্ন প্রকারের ওযীফা আবিষ্কার করেছে। উল্টো হয়ে ঝুলে থাকে এবং সাধুদের ন্যায় বৈরাগ্য অবলম্বন করে। কিন্তু এসবই অর্থহীন। নবীগণের রীতি এটি নয় যে, তারা উল্টো হয়ে ঝুলবেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়তে গিয়ে উন্মাদের ন্যায় আচরণ করবেন এবং 'আর্‌রা'-যপ করবেন। এজন্যই মহানবী (সা.)-কে উত্তম আদর্শ আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে- "লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ্"। অর্থাৎ, তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ই হলেন সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ কর এবং সামান্য পরিমাণও তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার চেষ্টা করবে না।"

(মালফুযাত,১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৬)

তিনি আরো বলেন,

"মোটকথা পুরষ্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাঝে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, আর "সিরাতাল্লাযীনা আন আমতা আলাইহিম"আয়াতে যারপ্রতি আল্লাহ্ তা'লা ইঙ্গিত করেছেন, সেগুলো অর্জন করা হলো প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; আর আমাদের জামা'তের বিশেষভাবে এদিকে মনোযোগী হওয়া উচিত, কেননা আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেএমন একটি জামা'ত প্রস্তুত করতে চেয়েছেন যেমনটি মহানবী (সা.) করেছিলেন, যেন এই শেষ যুগে এই জামা'ত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষী হয়। "

(মালফুযাত,১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৬)

অতএব আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত আর এর মাঝেই আমাদের জীবন নিহিত। অর্থাৎ আমরা যেন মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত দাসের হাতে বয়আতের মাধ্যমে তাঁর (সা.)প্রকৃত অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হই আর নিজেদের সমুদয় শক্তি ও যোগ্যতা দিয়ে মহানবী (সা.)-এর অনুপম চারিত্রিক সৌন্দর্য নিজেদের মাঝে ধারণ করার চেষ্টা করি এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ও তাঁর নির্দেশাবলী শি রোধার্য করে পুরস্কারপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হই আর সেই দলের মন্দ প্রভাব থেকে সর্বদা সুরক্ষিত থাকি যারা আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানায় এবং পথভ্রষ্ট। আমরা যেন বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে নামায পড়ি। আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুসা রে জীবন অতিবাহিত করি।

আসীরানে রাহে মওলা বা খোদার পথে যারা বন্দী দশায় দিনাতিপাত করছেন তাদের জন্যও দোয়া করুন এবং তাদের মধ্য থেকে যাদের ওপর অন্যায়ভাবে আইনের অত্যন্ত কঠোর ধারা আরোপ করা হয়েছে তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। সম্প্রতি একজন আহমদী মহিলা রমজান বিবি সাহেবাকে 'রসূল অবমানা'র ধারা আরোপ করে জেলে পাঠানো হয়েছে। এই পরিবারটি সম্ভবত ২০০২ সালে বয়আত করেছিল। তার স্বামী আমাকে লিখেন যে, আমরা কুরবানীকে ভয় পাই না আর জেলে যাওয়ার জন্যও দুঃখ নেই। আমার স্ত্রী এবং আমি যে কারণে দুঃখভারাক্রান্ত তা হলো, যেই মহান রসূল (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাঁর অসম্মানের অপবাদ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে- এ হলো আমাদের মর্মযাতনা। অতএব সেই সব বন্দিদের এবং এই ভদ্র মহিলাকে সর্বদা দোয়ায় স্মরণ রাখুন যাকে এই অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার নিদর্শনমূলক মুক্তির ব্যবস্থা করুন আর কৃপা করুন। তিনি বিচারবিভাগ এবং সরকারকে তৌফিক দিন তারা যেন ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। খোদা এবং রসূল (সা.)-এর নাম তো এরা নিয়ে থাকে, খোদা এবং রসূল (সা.)-এর প্রকৃত ভয় এবং ভালোবাসাও যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। তারা যেন মহানবী (সা.)-এর উন্নত আদর্শের অনুসারী হয়।

এ ছাড়াও আমি কতক দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে তৌফিক দান করুন যেন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালোবাসা যেন সমস্ত ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য পায়। আমরা যেন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করতে পারি। আমাদের ঘর যেন প্রেমপ্রীতি এবং ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হয়। যেসব ছেলেমেয়ে পিতামাতার পারস্পরিক ঝগড়ার কারণে চিন্তিত আল্লাহ্ তা'লা তাদের দুশ্চিন্তা দূর করুন। সকল ওয়াকেফীনে জিন্দেগীদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে ধর্মের সেবা করার তৌফিক দান করুন এবং তারা যেন নিজেদের ওয়াক্‌ফ এর অঙ্গীকার পালন করতে পারে। ওয়াকেফীনে নওদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজেদের এবং তাদেরপিতামাতার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন। আহমদীয়াতের শহীদগণ এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য দোয়া করুন। সমস্যায় জর্জরিত সকল আহমদীদের জন্য দোয়া করুন।একে অপরের জন্য দোয়া করুন। অন্যের জন্য দোয়া করা নিজেকেও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহভাজন করে। মেয়েদের বিয়ের জন্য দোয়া করুন, বিশেষভাবে সে সকল মেয়ের জন্য যাদের বিয়ে অযথাই বিলম্বিত হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং এরপর পৃথিবীর যে অর্থনৈতিক অবস্থা আসবে- এর মন্দ প্রভাব থেকে প্রত্যেক আহমদীর নিরাপত্তার জন্য দোয়া করুন। এই অবস্থার কারণে জামা'তের বিভিন্ন কাজ ও পরিকল্পনা যেন বাধাগ্রস্ত না হয় আর আল্লাহ তা'লা নিজ অনুগ্রহে জামা'তের উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করতে থাকুন। এই অবস্থায় যারা আর্থিক কুরবানী করছে তাদের জন্যও অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধন ও জন-সম্পদে অশেষ বরকত দান করুন। এম.টি.এ.-র কর্মীদের জন্যও দোয়া করুন। এদের মধ্যে অনেক স্বেচ্ছাসেবীও রয়েছে আর কর্মচারীও রয়েছে, তারা অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথেনিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এবং ইসলামের বাণী পৃথিবীময়প্রচার করছে। ইসলামী বিশ্বের জন্য দোয়া করুন, তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ যেন সমাপ্ত হয় এবং তারা যেন শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা শিখে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন। এটি তখনই সম্ভব যখন তাদের পারস্পরিক মতভেদ দূর হবে। আরো কিছু দোয়া আছে যা এখন আমি পড়ব, আপনারাও আমার সাথে তা পুনরাবৃত্তি করুন।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা (অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়) তোমাকে

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: **Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)**

তাদের অন্তরে (ঢাল স্বরূপ) রাখছি অর্থাৎ তোমার প্রতাপ যেন তাদের অন্তরে ছেয়ে যায়, আর তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, হাদীস-১৫৩৭)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ۔ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ۔ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নাই, তিনি বড়ই মহান ও বড়ই সহিষ্ণু। আল্লাহ্ ব্যাতিরেকে কোন উপাস্য নেই, তিনিই আরশের অধিপতি। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি আকাশ, পৃথিবী ও মহান আরশের অধিপতি। (সহী বুখারী কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস: ৩৩৪৬)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থাৎ হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। (সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুল কদর, হাদীস-২১৪০)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى۔

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সঠিক পথের দিশা, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং স্বনির্ভরতা যাচনা করি।

(সহী মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদদুয়া)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سُخْطِكَ

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার নিয়ামতের ঘাটতি, তোমার নিরাপত্তা উঠে যাওয়া থেকে, তোমার আচমকা শাস্তি ও এমন সমস্ত বিষয় থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেগুলোতে তুমি অসন্তুষ্ট হও।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর রিকাক, হাদীস-২৭৩৯)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রাণের প্রতি অন্যায় করেছি, আর তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর, তবে আমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

(আল আরাফ, আয়াত: ২৪)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র করে দিওনা এবং তোমার সকাশ থেকে আমাদেরকে আশিস দান কর। নিশ্চয়ই তুমি সবচেয়ে বড় দাতা। (আলে ইমরান,আয়াত:৯)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতেও সাফল্য দান করআরপরকালেও সফলতা দাও এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (আল বাকারা,আয়াত: ২০২)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি দোয়া হলো-হে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক প্রভু! আমি তোমার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সামর্থ্য রাখিনা। তুমি নিতান্তই দয়ালু ও কৃপালু। আমার প্রতি তোমার সীমাহীন অনুগ্রহ রয়েছে। আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর যেন আমি ধ্বংস না হয়ে যাই। আমার হৃদয়ে তোমার খাঁটি ভালোবাসা সঞ্চার কর যেন আমি জীবন লাভ করি এবং আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখ আর আমার দ্বারা এমন কাজ সম্পাদন করাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আমি তোমার সম্মানিত চেহারার দোহাই দিয়ে আমার উপর তোমার ক্রোধ আপতিত হওয়া থেকেও তোমার আশ্রয় যাচনা করি। দয়া কর, দয়া কর, দয়া কর, এবং ইহ ও পরকালের সমস্ত বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা কর, কেননা সকল প্রকার কল্যাণ ও কৃপা তোমারই হাতে, আমীন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

এই রমজানের এটি শেষ জুমু'আ। এই রমজানে যে সমস্ত পুণ্যকর্ম আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে বা আমরা যে পরিবর্তন সাধন করেছি– তা অব্যাহত রাখার তৌফিক আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করুন এবং এই দোয়াগুলোও আমাদের অনুকূলে গ্রহণ করুন।

ঈদ সম্পর্কেও ঘোষণা করতে চাই, অনেকেই আমাকে লিখেছে যে, এখানকার ওয়েবসাইট অনুযায়ী ২৪ তারিখে ঈদ উদযাপিত হবে, কিন্তু ২৪ তারিখে ঈদ হতে পারে না। রবিবার চাঁদ দৃশ্যমান হওয়া সম্ভব নয়। এরপর আমি পুনরায় লিখেছি, আরো ২/৩ বার মিটিং করিয়েছি। এখানে যারা আমাদের বিশেষজ্ঞ রয়েছে তাদের সঙ্গে আরো কয়েকজনকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমীর সাহেবকে আমি বলেছিলাম যে, আপনি নিজেও খতিয়ে দেখুন। এরপর তিনি একটি রেখাচিত্র বানিয়ে আমাকে পাঠান। ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় যে, বড় শহরগুলোতে নিশ্চিতরূপে ২৩ তারিখে চাঁদ দৃশ্যমান হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তিনি যে রেখাচিত্র পাঠিয়েছেন সেটি অনুযায়ী কতিপয় এলাকা, যেমন ফলমথ এবং প্যানযেন্স ও হ্যাল– এই সমস্ত এলাকায় ২৩ তারিখে খালি চোখে চাঁদ দেখা যেতে পারে। যদি দেশের একটি এলাকায় চাঁদ দেখা যেতে পারে তাহলে (সে দেশের) অন্যান্য এলাকায়ও ঈদ উদযাপন করা যেতে পারে। মুসলিম দেশগুলোতে যে চাঁদ দেখা কমিটি রয়েছে, তারাও এ নীতিতেই চাঁদ দেখে থাকে। যাহোক ২/৩ বার খতিয়ে দেখার পর এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছে যে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ২৪ তারিখ রোজ রবিবার ঈদ উদযাপিত হবে।

****

বিবাহ-অনুষ্ঠানাদিতে পর্দাহীনতা এবং ফোটোগ্রাফী

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

"বরের সামনে পাড়ার মেয়েরা পর্দা করা জরুরী মনে করে না, সে পর হলেও। তারা বলে, 'এর কাছে কিসের পর্দা?' আর তারা যে কেবল পর্দা করে না তাই নয়, এমনকি হাসি-তামাশাও করে।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন:

" যে কদর্যতা প্রচলন পেতে শুরু করেছে সেগুলির মধ্য একটি হল পর্দাহীনতার প্রবণতা, যা নিঃসন্দেহে শরীয়তের বিধিনিষেধকে উলঙ্ঘন করার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। আর এ বিষয়টি বিবাহপক্ষের অসাড়তাকে প্রকাশ করে দেয়। কেননা সম্মানীয় অতিথিদের মধ্যে অনেক লজ্জাশীলা মহিলা থাকেন। যথেচ্ছভাবে ছবি তোলা কিম্বা দায়িত্বজ্ঞানহীন ও পরপুরুষকে ডেকে ছবি তোলা আর বিষয়টি পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকল কি না- সে সম্পর্কে বেপরোয়া মনোভাব- এনিয়ে স্পষ্টরূপে বারবার উপদেশ দেওয়া উচিত যে, আপনাদের যদি পরিবারের মধ্যে কোনও ভিডিও তৈরী করার পরিকল্পনা থাকে, তবে প্রথমে অতিথিদেরকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত এবং পরিবারের সীমিত গণ্ডির মধ্যেই এই শখ পুরণ করা উচিত।

(দৈনিক আল ফযল রাবোয়া, পুস্তক- 'বদ রসুমাত ও বিদাআত অউর উনসে ইজতেনাব কে বারে মেঁ তালিমাত, পৃ: ৬০)

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া,কাদিয়ান)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

এর দ্বারা কি এটা বোঝা যায় যে সেই সেনা বাহিনী বা তাঁবু আকাশ থেকে নেমেছে। তাছাড়াও আল্লাহ তায়ালা কুরান মজীদে পরিস্কার বলেছেন যে আঁ হযরত(সাঃ) ও আকাশ থেকেই অবতরণ করেছেন। শুধু তাই নয় একস্থানে বলেছেন যে আমরা লোহাও আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেছি। অতএব স্পষ্ট যে এই আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সেরূপে নয় যেরূপ সাধারণ মানুষ ধারণা করে রেখেছে।

(ইজালা আওহাম, রুহানী খাজাইন তৃতীয় খন্ড পৃঃ ১৩২-১৩৩)

হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) বলেন হাদিসগুলি এবিষয়ের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে। মানুষ নিজে তো এত জ্ঞান রাখেনা অপরদিকে উলেমাগণ ভুল পথ প্রদর্শন করে। তিনি (আঃ) আরও বলেন " এই কারণে ইহুদীরাও ভ্রান্তিতে পড়েছিল। এবং হযরত ঈসা (আঃ) কে গ্রহণ করেনি।"

যাইহোক এগুলি দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার বিষয়, খুতবার মধ্যে বর্ণিত হওয়া সম্ভব নয়। এখন যেভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে , আহমদীদেরও উচিৎ এই বিষয়গুলি স্পষ্ট করে নিজেদের পরিবেশে বর্ণনা করা।যাতে যত দূর সম্ভব এবং যতগুলি সৌভাগ্যবান আত্মার রক্ষা পাওয়া সম্ভব রক্ষা পাক, যত সংখ্যক ভদ্র ও সুশীল মানুষ বাঁচা সম্ভব বেচে যাক। আহমদীরা নিজের নিজের কলোনীতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের সুস্পষ্টভাবে বোঝান যে প্রত্যেক ধর্মের শিক্ষানুযায়ী যাঁর আগমনবার্তা ছিল তিনি এসে গিয়েছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন:-"এখন আমি শ্রোতাদের সামনে সেই হাদিস উপস্থাপন করব যেটা আবু দাউদ তাঁর সহী হাদিসে লিখেছেন এবং সেই হাদিসের সত্যায়নকারীর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করবো। অতএব প্রকাশ থাকে যে এই ভবিষ্যদ্বাণী যা আবু দাউদ -এর সহীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, হারিস নামে এক ব্যক্তি অর্থাৎ হাররাসুন মা ওরাউননাহার থেকে (অধিক হারে কর্ষণকারী এক ব্যক্তি যিনি নদীর অপর প্রান্ত থেকে আসবেন।) অর্থাৎ সমর কন্দ-এর দিক থেকে বের হবেন যিনি রসুলের বংশধরদেরকে শক্তিশালী করবেন । যাকে সহায়তা ও সহযোগিতা করা প্রত্যেক মোমিনের জন্য অনিবার্য হবে। ঐশীবাণীর মাধ্যমে আমার নিকট উন্মোচিত করা হয়েছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং মসীহর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী যিনি মুসলমানদের ইমাম এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে হবেন, প্রকৃতপক্ষে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়গত ভাবে এক ও অভিন্ন। এবং দুটি ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী এই অধম। মসীহের নামে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তাঁর বিশেষ লক্ষণাবলী মূলত দুটিই। এক এই যে যখন সে মসীহ আসবে তখন মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ দশা, যা সেসময় যারপরনায় শোচনীয় হবে , তিনি তাঁর সঠিক শিক্ষা দ্বারা সংশোধন করবেন।"

এই সম্পর্কে পূর্বের খুতবাগুলিতেও উল্লেখ হয়ে গেছে । এরা নিজেরাই স্বীকার করে যে মুসলমানদের অবস্থা বিপন্ন।এবং কোন সংশোধনকারীর প্রয়োজন অনুভব করছে।

মসীহ মওউদের ধনভান্ডার বিতরণ করার তাৎপর্য।

তিনি বলেন:-" তিনি তাঁর সঠিক শিক্ষা দ্বারা সংশোধন করবেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক দৈন্যতাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভুত করে জ্ঞানভান্ডারের অলঙ্কাররাজি, প্রকৃতজ্ঞান ও তত্ব জ্ঞান তাদের সমক্ষে উপস্থাপন করবেন।"

অর্থাৎ এই ধনভান্ডার আর তিনি তাদের সমক্ষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিবেন। অতঃপর তিনি বলেন:- "এমনকি তারা সেই সম্পদ গ্রহণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মধ্যে কোন সত্যান্বেষণকারী আধ্যাত্মিকরূপে দীন ও দরিদ্র থাকবে না। বরং যত সংখ্যক সত্যের প্রতি ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকবে তাদেরকে অধিকহারে সত্যের পবিত্রাহার ও তত্ব জ্ঞানের সুমিষ্ট পানীয় পান করানো হবে।" অর্থাৎ এই পবিত্র আহার যেটা সত্যের, তারা প্রাপ্ত হবে , মসীহ মওউদের দ্বারাই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা তারা প্রাপ্ত হবে। আর এই যে তত্বজ্ঞানের সুমিষ্ট পানীয় তাদেরকে পান করানো হবে । যদি এরা তত্বজ্ঞানের এই পানীয় পানকারী হত তবে এই যে নেতিবাচক, বরং যে ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তার পরিবর্তে একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত এবং খোদা তায়ালার সমীপে নতমস্তক থাকত।

তিনি বলেন:- " এবং প্রকৃত জ্ঞানের মুক্তো দ্বারা তাদের থলি পূর্ণ করে দেওয়া হবে।" ইসলামের যা প্রকৃত জ্ঞান সেটা অতি মূল্যবান ভান্ডার ,মনি-মুক্তো তুল্য , এর দ্বারা তাদের থলি ভর্ত্তি করে দিবে।" এবং কুরান শরীফের সারতত্ব এবং সার সংক্ষেপ সুগন্ধি ভর্ত্তি ঐ শিশির মধ্যে তাদেরকে দেওয়া হবে।" অর্থাৎ কুরান শরীফের সুগন্ধি তাদেরকে দেওয়া হবে।

ক্রুস ধ্বংস ও শুকর বধ করার ব্যাখ্যা।

অতঃপর তিনি বলেন " দ্বিতীয় বিশেষ লক্ষণ হল যে যখন সেই মসীহ আগমণ করবে, ক্রস ধ্বংস করবে এবং শুকর হত্যা করবে এবং একচক্ষু বিশিষ্ট দাজ্জাল কে হত্যা করবে, আর যে কাফেরের কাছে তার ফুৎকারের বায়ু পৌঁছাবে সে তৎক্ষনাৎ মারা যাবে। অতএব এই লক্ষণের তাৎপর্য যা আসলে আধ্যাত্মিকরূপে মনে করা হয়েছে , এই যে , মসীহ পৃথিবীতে এসে ক্রুসীয় ধর্মের বৈভব ও মর্যাদাকে পর্যদস্ত করবে। আর ঐসকল লোক যাদের মধ্যে শুকুরের ন্যায় লজ্জা হীনতা বিদ্যমান (অর্থাৎ শুকুরের লজ্জাহীনতা যদিও সে পশুমাত্র) এবং যারা নোংরা ভক্ষন করে তাদেরকে অকাট্য যুক্তি প্রমাণের অস্ত্র দ্বারা তাদের ধ্বংস করবে।এবং ঐসকল লোক যারা শুধুমাত্র পার্থিব দৃষ্টিশক্তি রাখে, ধর্মীয় চক্ষু পূর্ণতভাবে অন্ধ, বরং চক্ষুর স্থানে একটি কুৎসিৎ রকমের ফোড়া বার হয়ে থাকবে, তাদেরকে সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণের তরবারী দ্বারা (অর্থাৎ এমন দলিল প্রমাণের তরবারি দ্বারা যা কাটতে সক্ষম) পরাস্ত করে অস্বীকারকারী অস্তিত্বের নিধন করবে।" অতএব এগুলি দলিল ও যুক্তি প্রমাণ যার দ্বারা কাটা হবে যাতে তাদের মিথ্যা দাবী ও অস্তিত্বকে বিলীন করে দেওয়া যায়।" আর কেবল এমন একচক্ষু বিশিষ্ট লোক নয় বরং প্রত্যেক কাফের যে দ্বীনে মহম্মদকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে।"অর্থাৎ যারা আঁ হযরত (সাঃ)এর দ্বীনকে ঘৃণার চোখে দেখে।"মসীহী দলিল প্রমাণের প্রতাপশালী ফুৎকারে আধ্যাত্মিকরূপে ধ্বংস হবে।" হযরত মসীহ (আঃ) এসে তাদেরকে দলিল দ্বারা বধ করবেন।"প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, এই সকল বাক্য রূপকভাবে বিদ্যমান যা এই অধমকে সুস্পষ্টরূপে বোঝানো হয়েছে। এখন এটা কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, কিন্তু অবশেষে কিছুকাল যাবৎ প্রতীক্ষা করে একদিন নিজেদের অমূলক আশা থেকে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে সকলে এই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।"

(ইজালা আওহাম, রুহানী খাজাইন তৃতীয় খন্ড পৃঃ ১৪১-১৪৩)

সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) খ্রীস্টানদেরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। খৃষ্টধর্ম যে দ্রুততার সঙ্গে বিস্তার লাভ করছিল সেটাকে তিনিই প্রতিহত করেছেন। ভারতবর্ষে সেই সময় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমান খ্রীষ্টান হচ্ছিল। হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) হলেন সেই ব্যক্তি, একমাত্র যিনি এই আক্রমণকে কেবল প্রতিহতই করেননি বরং ইসলামের সম্মানকে পুনরুদ্ধার করেছেন। অপরদিকে আফ্রিকাতে জামাতে আহমদীয়া খৃষ্টধর্মের হুঙ্কারকে থামিয়ে দিয়েছে। ইসলামের সৌন্দর্য্যময় চিত্র প্রদর্শন করে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টানকে আহমদী মুসলমান বানিয়েছে। এগুলি হল হযরত মসীহ (আঃ) এর কার্যাবলী যা তিনি সম্পাদন করে দেখিয়েছেন। এবং আল্লাহ তায়ালার ফজলে আজ অবধি জামাত আহমদীয়া তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে হৃদয়কে জয় করে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর রয়েছে এবং ইনশাল্লাহ থাকবে। যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) বলেছিলেন যে একদিন মানুষ আশাহত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।

অতএব এটা এই বিষয়ের ব্যাখ্যা যে কিভাবে এদের প্রতারণা ও কপটতাকে শেষ করতে হয়। এই হল শুকর বধ ও ক্রুসধ্বংস করার অর্থ। এটাই হল দাজ্জালের সঙ্গে মোকাবিলা করার অর্থ যা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন। আজকেও একমাত্র জামাত আহমদীয়া প্রত্যেক স্থানে খৃষ্টধর্মের মোকাবিলা করছে।গতকয়েক দিন পূর্বে টিভিতে একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার হচ্ছিল যথা সম্ভব জি অথবা এ.আর.আই চ্যানেলে, কিম্বা এই ধরণেরই কোনো টিভি চ্যানেলে যেটা এশিয়া থেকে সম্প্রচারিত হয় ; সেখানে একজন আল্লামা ডাক্টার ইসরার সাহেব বলছিলেন যে,যেহেতু মুসলমান আলেমগণ সেসময় অজ্ঞ(জাহেল) ছিল এবং ধর্মীয় জ্ঞান তাদের বিন্দুমাত্র ছিলনা ।না কোরানের জ্ঞন রাখত না হাদিসের জ্ঞান রাখত না বাইবেলের জ্ঞান রাখত, অপরদিকে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী একজন আলেম ব্যক্তি ছিলেন। বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মেরও জ্ঞান রাখতেন।এই কারণে তিনি সেই সময় খ্রীষ্টানদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।তাঁর কথার অর্থ এধরণের ছিল। যাই হোক এটা তো তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) একমাত্র সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি অকাট্য যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে , সশক্ত দলিল দ্বারা তাদেরকে প্রতিহত করেছেন। তারা একথা স্বীকার করে যে একমাএ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সেসময় খৃষ্টবাদের আক্রমণকে প্রতিহত

করেন এবং মুসলমানদেরকে খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন। তারপর তিনি তাঁর বক্তব্যে নিরর্থক বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধেও কিছু বলেছিলেন যে তিনি মসীহ হতে পারেননা। যাই হোক একথা তো আজ অবধিও স্বীকার করা হয় যে, যদি কেউ খৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং এর শিক্ষাকে দলিল প্রমাই দ্বারা বাতিল করেছিল, সেটা একজনই যোদ্ধা ছিল, যাঁর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।

অতএব আজকে এরা স্বীকার করুক বা না করুক, কিন্তু যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন যে একদিন এমন আসবে , যখন তারা মানতে বাধ্য হবে যে মসীহী দলিলই দাজ্জালকে ধ্বংস করেছে ,যে দলিল হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) দিয়েছেন , আর তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ।

প্রতিশ্রুত মসীহ উম্মতে মুসলেমার মধ্য থেকেই আসার কথা ছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন যে এই হাদিসের ভুল ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করার কারণেই মুসলমান এখনও পর্যন্ত অপেক্ষায় আছে যে মসীহ ইবনে মরিয়ম ফিরিস্তাদের কাঁধের উপর হাত রেখে আকাশ থেকে অবতরন করবেন।তাদের এই অর্থ যে ভুল সেটার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) হাদিস থেকেই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন:-

"এই সমস্ত যুক্তি প্রমাণ এই বিষয়টিকে প্রমাণ করে যে আগমনকারী মসীহ যার সম্পর্কে উম্মতকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তিনি এই উম্মতের একজন ব্যক্তি হবেন । বুখারী ও মুসলিমের সেই হাদিস যেখানে ' ইমামকুম মিনকুম' লেখা আছে; যার অর্থ, সে তোমাদের ইমাম হবে এবং তোমাদের মধ্য থেকেই হবে। যেহেতু এই হাদিসটি আগমনকারী ঈসার বিষয়ে এবং তাঁরই পরিচয়ে এই হাদিসে 'হাকাম' ও 'আদাল' শব্দ গুণবাচক হিসেবে বর্তমান যা এই বাক্যের পূর্বে রয়েছে, অতএব ইমাম শব্দটিও এরই সপক্ষে। আর এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে এই স্থানে মিনকুম শব্দটি দ্বারা সাহাবাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের মধ্য থেকে কেউ মসীহ হওয়ার দাবী করেনি, এই কারণে মিনকুম শব্দটি দ্বারা এমন এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যিনি খোদা তায়ালার জ্ঞানে স্থলাভিষিক্ত সাহাবা হিসেবে গণ্য।" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট তিনি সাহাবার পরিবর্ত। তাঁর পরিবর্তে হবে।" এবং তাঁকেই নিম্নে বর্ণিত এই আয়াতে স্থলাভিষিক্ত সাহাবা করা হয়েছে। অর্থাৎ (ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকুবিহিম) কেননা এই আয়াতটি স্পষ্ট করেছে যে, তিনি রসুল করীম (সাঃ) এর আধ্যাত্মিকতা থেকে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হবেন। আর এই অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। আর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদিস রয়েছে। এবং যেহেতু পারস্যের ঐ ব্যক্তির দিকে সেই গুণাবলী নির্দেশ করা হয়েছে, যেগুলি মসীহ ও মাহদীর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ধরাপৃষ্ঠ যা ঈমান শূন্য ও একত্ববাদ হীন অবস্থায় অন্যায় ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় সেই ন্যায় দ্বারা পূর্ণ করা। অতএব আমিই সেই মসীহ ও মাহদী। (তোহফা গোল্ডাবিয়া)

মসীহ এবং মাহদী একই সত্বার দুটি নাম,মসীহ মওউদ ধর্মীয় যুদ্ধকে রহিত করবেন।

এর পর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আরও ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন :-

হাদিস লা মাহদী ইল্লা ঈসা যা ইবনে মাজা শরীফে যা এই নামেই খ্যাত এবং হাকিমের পুস্তক আল মুসতাদারিকে আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণনা করা হয়েছে আর এই বর্ণনাটি মহম্মদ বিন খালিদ আল জুনদী আব্বান বিন সালেহ এবং আব্বান বিন সালেহ হাসান বাসরী এবং হাসান বাসরী আনাস বিন মালিক ও আনাস বিন মালিক রসুলুল্লাহ (সাঃ)ওে কাছ থেকে করেছেন আর হাদিসটির অর্থ হল এই যে ঐ ব্যক্তি ভিন্ন যিনি ঈসার স্বভাব ও গুণাবলী ও পদ্ধতি অনুযায়ী আসবে , অন্য কোন মাহদী আসবেনা। অর্থাৎ তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হবেন যিনি হযরত ঈসা(আঃ) এর স্বভাব ও গুণাবলী ও শিক্ষা পদ্ধতিতে আসবে। অর্থাৎ না মন্দের মোকাবিলা করবে না যুদ্ধ করবে। এবং পবিত্র দৃষ্টান্ত ও আসমানী নিদর্শনসমূহ দ্বারা পথ প্রদর্শন বিস্তার করবেন। এই হাদিসের সপক্ষে একটি হাদিস আছে যা হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর সহী হাদিসে লিপিবদ্ধ করেছেন। যার শব্দগুলি হল - " সেই মাহদী যাঁর অপর নাম মসীহ মওউদ হবে, তিনি ধর্মীয় যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে রহিত করে দিবেন। এবং তাঁর শিক্ষা হবে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করোনা বরং ধর্মকে সত্যের জ্যোতি, চারিত্রিক নিদর্শন এবং খোদা তায়ালার নৈকট্যের নিদর্শনের মাধ্যমে প্রসারিত কর। অতএব আমি সত্য সত্য বলছি যে ব্যক্তি এই সময় ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে সে অথবা কোন যুদ্ধকারীর সহায়তা করে বা প্রকাশ্যে বা গোপনে এমন পরামর্শ দেয় অথবা মনের মধ্যে এমন আকাঙ্খা পোষণ করে সে খোদা ও তাঁর রসুলের অবজ্ঞাকারী।" (অর্থাৎ যদি মুসলমান ধর্মের নামে যুদ্ধ করে তবে।) (হকীকাতুল মাহদী)

এখন দেখুন বর্তমানে মুসলমানদের পরিস্থিতি , এরা তার সমর্থন করছে। যদি এই যুদ্ধগুলি আল্লাহ তায়ালার আদেশানুযায়ী হত তবে আল্লাহ তায়ালা তো বলে দিয়েছেন যে 'ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মোমেনীন'। (সুরা রোম: আয়াত:৪৮) এবং মোমিনদের সহায়তা করা আমাদের কর্তব্য। অতএব আল্লাহ তায়ালার সাহায্য যখন প্রাপ্ত হচ্ছেনা তখন ভাবা দরকার। যদি যুদ্ধ করার এতই ইচ্ছা থাকে, তবে তা যেন ইসলামের নামে না করা হয়।

বর্তমান যুগে মুসলমানদের অন্যান্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হওয়াও এবিষয়ের উপর খোদা তায়ালার পক্ষ থেকে কর্মগত সাক্ষী যে, সে মসীহ এসে গিয়েছে যার আসার কথা ছিল। 'ইযাউল হারব' এর অন্তর্গত ধর্মীয় যুদ্ধের যা আদেশ আছে তা রহিত হয়ে গেছে। তবে জেহাদ করতে হয়, তবে তা দলিল প্রমাণ দ্বারা কর। এখন মুসলমানদের ইসলামের নামে করা যুদ্ধগুলির ফলাফল , যেরূপ আমি বললাম,আল্লাহ তায়ালার কর্মগত সাক্ষী অনুসারে মুসলমানদের বিপক্ষে , এবং প্রত্যেক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তা দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, যদি তোমরা মোমিন হও তবে আমি অবশ্যই সাহায্য করতে থাকবো। অতএব দুটি জিনিস হতে পারে। হয়তো এই মুসলমানেরা মোমিন নয় নতুবা যুদ্ধের সময় ভুল এবং যুদ্ধের যুগ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মনে রাখবেন এদের মধ্যে দুটি বিষয়ই বিদ্যমান। কেননা আঁ হযরত (সাঃ) এর আদেশ অমান্য করে কেউ মোমিন কিভাবে থাকতে পারে?এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)এর দাবীর পর তাঁর আদেশ মান্য না করে আল্লাহ তায়ালার সহায়তা লাভের অধীকারী হতে পারেনা। অতএব এই যুগে মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবীকারী অবশ্যই সত্যবাদী।

খোদা তায়ালাকে সাক্ষী রেখে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর দাবি যে তিনি খোদা তায়ালার পক্ষ থেকে।

তিনি তাঁর সত্যবাদিতার জন্য অনেক বড় দাবি করেন। এমন দাবি করেন যা কোনো মিথ্যাবাদি করতে পারেনা। তিনি বলেন:-"আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ আছে যে, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন আর তিনিই আমার নাম নবী রেখেছেন। আর তিনিই আমাকে মসীহ নামে ডেকেছেন এবং তিনি আমার সত্যতা প্রমাণের জন্য বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেছেন যা তিন লক্ষে পৌঁছে যাবে যার মধ্য থেকে কতিপয় নিদর্শন উদাহরণ স্বরূপ এই পুস্তকে লেখা হয়েছে। যদি তাঁর অলৌকিক কর্মকান্ড ও সুস্পষ্ট নিদর্শন যা এক হাজার হাজার পর্যন্ত পৌছে গেছে, আমার সত্যতার সপক্ষে সাক্ষী না দিত তবে আমি তাঁর সহিত বার্তালাপের বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করতাম না। এবং নিশ্চয়তার সাথে বলতেও পারতাম না যে এটা তাঁর বাণী। কিন্তু সে তাঁর কথার সমর্থনে এমন কর্মকান্ড করে দেখিয়েছেন যা, তাঁর চেহারা দর্শনের জন্য একটা পরিস্কার ও উজ্জ্বল আয়নার কাজ করেছে।

(হকিকাতুল ওহী, রুহানি খাজায়েন ২২ খন্ড পৃঃ৫০৩)

যে আল্লাহ তায়ালার নামের দাবি করে আর যদি তার দাবী সত্যি না হয় তবে আল্লাহ তায়ালা কিরূপ আচরণ করেন? স্বয়ং দেখুন যে আল্লাহ তায়ালা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 25 June , 2020 Issue No.26

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মিথ্যা নবীর ব্যাপারে কি বলেছেন।

"এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিতাম , অতঃপর আমরা তাহার জীবন- শিরা কাটিয়া দিতাম।"

(সুরা হাকা আয়াত ৪৫-৪৬)

এখন কেউ বলুক যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর এই দাবীর পর যে আমি নবী এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত ,আল্লাহ তায়ালা কি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর জীবনশিরা ছিন্ন করেছেন, না কি মোমেনদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব পালনের তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাহায্য করেছেন এবং জামাতের সাহায্য করে চলেছেন। একটা ক্ষুদ্র জনপদ থেকে একটি কণ্ঠ উত্থিত হয়েছিল তা আজ পূর্ণ মর্যাদার সাথে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মুখরিত হচ্ছে। আজকে ১৮১ টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আজ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কে মান্যকারীরা ইউরোপে ,আমেরিকায়, আফ্রিকার দূর দূরান্তের জঙ্গলে , উত্তপ্ত মরুভুমিতে এবং দ্বীপসমূহে ও সর্বত্র অবস্থান করছে। তবে কি এসকল ঐশী সহায়তা তাঁর সত্যতার উপর বিশ্বাস আনার জন্য যথেষ্ট নয়। যদি এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হত তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রীতি অনুযায়ী কেন তাঁকে শাস্তি দিল না। তাঁর প্রতি ঐশী বাণী আরোপ করার কারণে কেন তাঁকে ধ্বংস করে দিলনা। অতএব এটি বিবেচনা করা উচিৎ। ভেবে দেখ এবং বুদ্ধিমত্তাকে প্রয়োগ কর। মুসলমানদেরকে আমি একথা বলব যে কেন তোমরা নিজেদের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করছ। কয়েক দিন পূর্বে পাকিস্তানে কোন এক ব্যক্তি মাহদী হওয়ার দাবী করে , কিছু দিন পরেই নিজেদের মধ্যে সামান্য গুলি চালনোকে কেন্দ্র করে তাকে বন্দি করা হয়েছে, এখন সে কারারুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে।একজন মিথ্যাবাদীর পরিণতি এমনই ঘটে। এর পরিণাম তো তৎক্ষনাৎ প্রকাশ পেয়ে গেল। এর পূর্বেও এরকম অনেক হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর স্বপক্ষে আসমানী সাক্ষ্য

যাই হোক , তাঁর সত্যতার আরও একটি আসমানী সাক্ষ্যও আছে যা সম্পর্কে আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছিলাম। অর্থাৎ চাঁদ ও সূর্যকে গ্রহণ লাগা। এটা এমন একটা নিদর্শন যাতে মানুষের প্রচেষ্টা যুক্ত হতে পারেনা। আঁ হযরত (সাঃ) আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে যেরূপ সুনির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং আমাদেরকে বলেছিলেন । বিজ্ঞান যদিও অনেক উন্নতি করেছে, কিন্তু আজকের যুগেও এত সুনির্দিষ্টভাবে যে এত রাস্তা বরং নিকটের রাস্তার ব্যাপারেও ভবিষ্যদ্বাণী করা করা সম্ভব নয়, যে রমজানের অমুক তারিখে হবে বা অমুখ তারিখে সূর্য গ্রহণ লাগবে। আর অমুক তারিখে চন্দ্র গ্রহণ লাগবে।

হাদিসে আছে, আমার মাহদীর সত্যতার জন্য দুটিই নিদর্শন আছে এবং যে যাবৎ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে সত্যতার এই নিদর্শন অন্য কারোর জন্য প্রকাশ পায়নি। রমজানে চন্দ্র গ্রহণের রাতগুলির মধ্য থেকে প্রথম রাতে চাঁদে এবং সূর্য গ্রহণের দিনগুলির মধ্যবর্ত্তী দিনে সূর্যকে গ্রহণ লাগবে।

সুতরাং এই গ্রহণ ১৮৯৪ সনে সংঘটিত হয় এবং ১৩,১৪ ও ১৫ তারিখের মধ্য থেকে ১৩ রমজান চন্দ্র গ্রহন হয় এবং ২৭,২৮ ও ২৯ তারিখের মধ্য থেকে ২৮ রমজান সূর্য গ্রহণ হয়। এটা তাঁর সত্যতার একটি সুস্পষ্ট দলিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন যে আমি ছাড়া এই সময় আর কারও দাবীও ছিল না। কিছু মৌলভী "কমর" ও ইত্যাদি বিতর্কে জড়ায়। কারো নিকট দ্বিতীয় রাতের পরের চাঁদ আবার কারো কাছে তৃতীয় রাতের চাঁদকে কমর বলা হয়। এখন কেউ দেখাক যে সমর্থনস্বরূপ এই নিদর্শন প্রকাশের পূর্বে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ভিন্ন আর কারোর দাবী ছিল কি? কেবল একজন ব্যক্তিই দাবি করেছিলেন। তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট বলেছেন যে অজস্র লক্ষণাবলী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। আমি ছাড়া যদি অন্য কেউ এসে থাকে তবে তা দেখাও। কেননা সময় অবশ্যই এর দাবীকারী। কেননা জাগতিক এবং আসমানী সমর্থন তাঁর স্বপক্ষে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারিত নবুয়তের মাপদণ্ড তাঁর সমর্থন করছে। অতীতেও কিছু লোক নিজেরাই স্বীকার করেছিল যে তিনি (আ.) পুত ও পবিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর(আঃ) পূর্বের জীবন ও যৌবনকাল ও পুত ও পবিত্র ছিল। তিনি বিদ্বান ছিলেন, আর তাঁর থেকে বেশি ইসলামের সেবা আর কেউ করেনি। একথা অন্যেরাও স্বীকার করেছে। কিন্তু সমস্ত কিছু দেখার পরও যদি বিবেক পর্দাবৃত হয়ে থাকে, তবে আল্লাহই তাদের রক্ষক। কেননা কাউকে মান্য করার সৌভাগ্যও আল্লাহ্ তা'লার ফযলেই লাভ হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন:-"এখন বলুন যদি এই অধম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে কে সেই ব্যক্তি যিনি চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করেছেন, যেরূপ এই অধম করেছে। কেউ কি ঐশী বাণী নিয়ে সমস্ত বিরোধীদের মোকাবেলায় দন্ডায়মান হয়েছে যেরূপ এই অধম হয়েছে। " বিবেচনা কর, একটু লজ্জা কর,আল্লাহকে ভয় কর, কেন নির্লজ্জতার সীমা অতিক্রম করছ"। যদি এই অধম মওউদ হওয়ার দাবীতে কোনো ভ্রান্তিতে থাকে তবে আপনারা একটু চেষ্টা করুন যে মসীহ মওউদ যিনি আপনাদের বিবেচনায় আছেন বর্তমান সময়ের মধ্যেই আকাশ নেমে আসুক, কেননা আমি তো এখন বিদ্যমানন। কিন্তু যার প্রতীক্ষায় আপনারা আছেন সে নেই । আর আমার দাবী খন্ডন হওয়া তখনই বিবেচনাধীন হবে। অতএব সে আকাশ নেমেই আসুক, যাতে আমি অপরাধী বলে গণ্য হই।" (এটা সেই সময় তিনি সকলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন) আপনারা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন তবে সকলে মিলে দোয়া করুন যাতে মসীহ ইবনে মরিয়মকে শীঘ্রই আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখা যায়। যদি আপনারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন তবে এই দোয়া গৃহীত হবে, কেননা সত্যবাদীদের দোয়া মিথ্যাবাদীদের মোকাবিলায় গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু আপনারা অবশ্যই জেনে রাখবেন যে, এই দোয়া কখনই গৃহীত হবেনা। কেননা আপনারা ভুল পথে আছেন। মসীহ্র আগমণ ঘটল অথচ আপনারা তাঁকে সনাক্ত করলেন না। এখন আপনাদের এই অলীক আশা কখনই পূর্ণ হবে না। এই যুগ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, কিন্তু এদের মধ্যে কেউই মসীহকে অবতরণ করতে দেখবে না।

(ইজালা আওহাম, প্রথম খন্ড)

এর পর তিনি বলেন :-"এই কারণেই আমি বলছি যে এরা ধর্ম ও সত্যের শত্রু। এখনও যদি তাদের মধ্য থেকে কোন দল শুদ্ধ অন্তঃকরনে আমার নিকট আসে তবুও আমি তাদের নিরর্থক ও অশালীন সন্দেহের জবাব দিতে সম্মত। এবং তাদেরকে প্রত্যক্ষ করাব যে কিভাবে খোদা তা'লা আমার সাক্ষ্য প্রদানে এক সুবিশাল বাহিনীর ন্যায় বহু সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী শ্রেণীবদ্ধভাবে সমাবেশ করে রেখেছেন, যেগুলির সত্যতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। "

(শেষাংশ পরের সংখ্যায়....)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir